

হাওড়ার বাঁকডায়
বোমাবাজি-
ইটবুষ্টি! দুই
গোষ্ঠীর বিবাদে
তুমুল উত্তেজনা,
গ্রেফতার ৫

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ জুনঃ বাড়ি তৈরিতে বাধা দেওয়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ। আর তার জেরেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হাওড়ার বাঁকড়া। ব্যাপক বোমাবাজি, ভাঙুর-ইটবুষ্টিতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। রবিবার সকালে হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকডায় মুন্সিভাঙ্গা শেখ পাড়ায় ঘটনাস্থল ঘটেছে। জানা গেছে, ‘বেআইনি’ বাড়ি তৈরিতে বাধা দেওয়ায় পঞ্চায়ত সদস্য শেখ মফিজুল ওরফে মিস্টুর বাড়িতে হামলা চালায় ওই এলাকার বাসিন্দা ফারুক ও তার লোকজন। মফিজুলের বিরুদ্ধেও পাল্টা হামলার অভিযোগ উঠেছে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। স্থানীয়



সূত্রের খবর, শেখ ফারুক আসে সিপিএম কর্মী ছিলেন। বর্তমানে তৃণমূল বংশদ্ভূতের সদস্য। বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরি নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা বাড়ে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বোমাবাজি, ইটবুষ্টি চলতে থাকে। বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙুর করা হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করেও বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। হাতে বন্দুক নিয়ে দুই গোষ্ঠীর একে অপরের মারধরের ছবি ভিরালা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পটজবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় রয়েছে রায় ও কেন্দ্রীয় বাহিনীও। চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কট মার্চাচামকাই এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

‘রাজ্যকে
শ্রেতপত্র প্রকাশ
করতে বলার
অধিকার নেই
রাজ্যপালের’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুনঃ রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের আবহ প্রতিদিনই নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে। গতকালই রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকে আনিয়েছেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি জার্মানি থেকে তিনি। রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যভবনের এই সংঘাতের অবশেষে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল সূত্রের সূত্রের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের। রাজ্য সরকার ‘ঋণগ্রস্ত’ হয়ে পড়ছে, সে কথা মানলেও একইসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর একত্রিতার কথা। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, “এই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। এই সংক্রান্ত খবর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য সরকার যেভাবে একের পর এক ঋণ নিয়ে চলেছে, তাতে রাজ্য অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু সেই ব্যাপারে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডাকতে বলতে পারেন না। সোটা মন্ত্রিসভার প্রধান অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর একত্রিতার মধ্যে পড়ে। রাজ্য সরকারকে শ্রেতপত্র প্রকাশ করতে বলার অধিকারও রাজ্যপালের দিক নেই। শুনলাম, এই ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।” রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সেক্ষেত্রে রাজ্য ও রাজ্যভবনের মধ্যে সংঘাতের আবহ তৈরি না হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। তিনি বলেন, “সূত্রের সূত্রের বার বার বলছে, রাজ্যপাল সাংবিধানিক নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন। তারা বিল আটকে রাখবেন না। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন না। অনেক সময়েই রাজ্যপালরা সেই সাংবিধানিক রীতি নীতি মানবেন না। সেই জন্যই সংঘাত হচ্ছে। রাজ্যপালের সাংবিধানিক রীতি নীতির মধ্যে থেকেই কাজ করা উচিত।”

‘আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নামে মানহানির মামলা করছি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুনঃ আরও তীব্র রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এবার আদালতে যাওয়ার ঊর্ধ্বারাজ্য রাজ্যপালের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনিটাই জানান বোস। সিডি আনন্দ বোসের ঊর্ধ্বারাজ্য, “সব সীমা লঙ্ঘন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার আমার নামে মিথ্যা বলছেন। তিনি আমার চরিত্র হনন করেছেন। এটা মেনে নেব না। আমি মানহানির মামলা করব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে।” রাজ্যপালের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বকর্ম সম্মান তিনি দেখান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘কনস্টিটিউশনাল কলিগ’। তিনি তা কখনওই ভেঙেন না। বোসের কথায়, “আমার চরিত্র নিয়ে এভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারেন না। আমার সম্মানহানি কোনও ভাবেই মেনে নেব না। মিথ্যা দিয়ে এভাবে চরিত্র হনন করার অধিকার ওনার নেই।” রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন কড়া শব্দ চান করছেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। জানিয়েছেন, আদালতেও যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, “উনি

সংরক্ষণের নীতির বিরুদ্ধে কাজ
করছে বিজেপি, বিস্ফোরক
অভিযোগ অখিলেশের



নয়াদিল্লি, ৩০ জুনঃ লোকসভা ভোটের প্রচারের সময় সংরক্ষণ ইস্যুতে একাধিকবার একের অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি করে শাসক বিজেপি এবং বিরোধী ইন্ডিয়া জেট। সেই তবজা বজায় থাকল ভোটের পরও। সংরক্ষণ ইস্যুতে এবার শাসক বিজেপিকে তোপ দাগলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তার অভিযোগ, সংরক্ষণের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে কাজ করছে বিজেপি। তিনি আরও দাবি করেন, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কাজ করছে বিজেপি। অখিলেশ বলেন, “বিজেপি ফের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তারা সংখ্যালঘু নিয়ে নড়াচড়া শুরু করেছে। তারা সংরক্ষণের মৌলিক বিষয়ের বিরুদ্ধে কাজ করছে।” অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত এবং সংখ্যালঘুদের কাউকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে রাখা হচ্ছে না। উত্তরপ্রদেশের প্রাচীন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “একজনও উপাচার্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত এবং সংখ্যালঘু নয়। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের ১৫ শতাংশই পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত এবং সংখ্যালঘু। এই সরকার পিছিয়ে

পড়া শ্রেণি, দলিত এবং সংখ্যালঘুদের পক্ষে নয়।” তিনি আরও বলেন যে মণ্ডল কমিশন, রাম মনোহর লোহিয়া, বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং সুভাষ চন্দ্র বসু পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত এবং সংখ্যালঘু পরিবারের অধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং বিজেপি এর বিরুদ্ধে কাজ করছে। এদিকে সাম্প্রতিককালে বিহারে জেটি শ্রেণিজুড়দের জন্যে ১৫ শতাংশ ‘অতিরিক্ত সংরক্ষণ’ বাতিল করেছিল পটনা হাই কোর্ট। বিহারে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করা হয়েছিল। বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর আগে নীতীশ যখন আরজেডির সঙ্গে ছিলেন, তখন ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয়তান্ত্রিক সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করার বিল পাশ করানো হয়েছিল বিহার বিধানসভায়। তবে পটনা হাই কোর্টে সেই সংরক্ষণ বাতিল করে দেওয়া হল। আবার বাংলায় তৃণমূল জমানার সব সংরক্ষণ বাতিল করা হয়েছে। এদিকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী সেই রাজ্যের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও বিসি শ্রেণিজুড়দের সংরক্ষণ ১২ শতাংশ বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করার ঘোষণা করেন। এর আগে লোকসভা ভোটের প্রচারের সময় বিরোধীরা অভিযোগ করেছিলেন, ক্ষমতায় এলে বিজেপি সংরক্ষণ তুলে দেবে। আবার বিজেপি দাবি করেছিল, ইন্ডিয়া জেট ক্ষমতায় এলে দলিতদের সংরক্ষণ তুলে দিয়ে সেখানে মুসলিমদের সুযোগ দেওয়া হবে।

বিহারের জেলে বসেই চলত ‘কুর্কম’,
অবশেষে ‘গ্যাংস্টার’ সুবোধ সিং-
কে হেফাজতে নিল সিআইডি



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুনঃ বিহারের এক ‘গ্যাংস্টার’ সুবোধ সিং-কে রাজ্যে নিয়ে এল সিআইডি। বাংলায় একাধিক অপরাধের ঘটনায় মামলা জড়িয়েছে তার। কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত হিসাবে নাম উঠে আসে তার। শুধু তাই নয়, অজয় মণ্ডল সহ একাধিক ব্যবসায়িকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য পুলিশ চাইছিল সুবোধকে নিজস্বের হেফাজতে পেতে। অবশেষে সেই সাফল্য পেলে।

নিজস্বের হেফাজতে নিল রাজ্যের গোয়েন্দারা। অধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই রাজ্যে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে ট্রানজিট রিমান্ডে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এরপর তাকে একাধিক মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে রানিগঞ্জে একটি শূটআউটের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় নাম জড়ায় সুবোধের। এরপর মণীশ শুল্কায় খুনেও এই গ্যাংস্টার অভিযুক্ত বলে খবর। কয়েকদিন আগে বেলঘরিয়ায় এক ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালালেন ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে তাকে ফোনে হুমকি দেওয়ার ঘটনার ঘটে। শুধু তাই নয়, এক বিরিয়ানির ব্যবসায়িকে হুমকি দিয়েছিলেন খবর। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিহারের জেলে বসেই গোটা রাজ্যের নেটওয়ার্ক চালাত সে। ফলত, এই গ্যাংস্টারকে হেফাজতে নেওয়া রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রে বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

এএনআইকে বললেন রাজ্যপাল বোস



বলছেন মানহানির মামলা করবেন। ওনার বিরুদ্ধে এমন সব ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠছে। বাংলায় মানুষও তা জানেন। এখন গলা তুললে হবে না। বরং ওনার সত্যতা থাকলে হাফ ভিডিয়ো ফুটেজ না দিয়ে পুরো ভিডিয়ো ফুটেজ দিন।” প্রসঙ্গত, দুই বিধায়কের শপথ পাঠকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যভবনের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধে রাজ্য। গত বৃহস্পতিবার নবাবে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “রাজ্যভবনে

কেন সবাই যাবে? রাজ্যভবনে যা কীর্তি কেলেঙ্কারি চলছে তাতে মেয়েরা যেতে ভয় পাচ্ছে বলে আমার কাছে অভিযোগ এসেছে।” এরপরই শোনা যাচ্ছিল রাজ্যভবন আইনের দ্বারস্থ হতে পারে। এবার রাজ্যপাল নিজেই বললেন সে কথা। উল্লেখ্য দিল্লি থেকেই বাংলার আর্থিক অবস্থা নিয়ে সর্বব রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। শনিবারই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমনের সঙ্গে বৈঠক

বিধানসভায় তৃণমূল-বিজেপির ঝৈরখ চরমে উঠতে চলেছে

খরনার পাল্টা খরনায় তপ্ত হবে কি চত্বর?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এখনও হয়নি নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ। সাংসদিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রোয়াত সরকার এই শপথ না হওয়ায় বিধানসভা চত্বরে ধরনায় বসেছেন। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীও যোগ দিয়েছেন। ফলে রাজ্য-রাজনীতি বেশ সরগরম হয়ে উঠছে। আগামীকাল সোমবার থেকে সেই



ধরনা ফের শুরু হবে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সোমবার বিজেপিও ধরনার ডাক দিয়েছে। কোচবিহারে দলীয় নেত্রীর উপর নির্ধারিত অভিযোগ তুলে ধরনায় বসবে পদ্মশিবিরের বিধায়করা। আর তাতেই তপ্ত হতে পারে বিধানসভা চত্বর। এদিকে বরাহনগর এবং ভগবানগোলা থেকে জিতেছেন সাংসদিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রোয়াত

হোসেন সরকার। কিন্তু রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোসের টিলেমিতে হচ্ছে না শপথগ্রহণ বলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ। তাই বিধায়ক পদে শপথগ্রহণ করে দেবে গত সপ্তাহ থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর মূর্তির নীচে ধরনায় বসেছেন নবনির্বাচিত বিধায়করা। এই ধরনায় যোগ দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়করা। তাতেই অসন্তুষ্ট বেড়েছে রাজ্যপালের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বিধানসভা কর্তৃপক্ষ বিজেপি বিধায়কদের এই ধরনার অনুমতি দেননি বলে সূত্রের খবর। এই ধরনায় বসার জন্য বিজেপি পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে বিধানসভার সচিব সুকুমার রায়ের কাছে আবেদন জানানো হয়। বিধানসভা সূত্রে খবর, বিজেপি পরিষদীয় দলের ধরনায় বসার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন সচিব। কিন্তু সেসব মানতে নাজাজ বিজেপি বিধায়করা। কোচবিহারের ঘটনার প্রতিবাদে ধরনা দেন বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। আর সাংসদিক ও রোয়াতের ধরনায় তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী-বিধায়করা অংশ নেবেন বলেই জানা গিয়েছে। বিজেপির সম মহিলা বিধায়করাও ধরনায় বসবেন। সূত্রায় আগামীকাল সোমবার ধরনা পাল্টা ধনায় তেতে উঠতে পারে বিধানসভা চত্বর। এই বিষয়ে আসানোসদা দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্রিমিত্রা পাল জানান, যে কোনও পরিস্থিতিতে সোমবার থেকে ধরনা শুরু হবে। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে ধরনার পাল্টা ধরনা দেখেছিল বাংলার মানুষজন। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা আম্বেদকর মূর্তির নীচে ধরনায় বসেছিলেন। তখন পাল্টা ধরনা দেন বিজেপি বিধায়করাও। এবার সেই ছবি আবার দেখা দিতে চলেছে।

তরুণ-তরুণীকে মাটিতে ফেলে সবার সামনে ভয়াবহ মার!
চোপড়ার ভিডিও ভাইরাল, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩০ জুনঃ বাংলার মাটিতে তারিখবানি শাসন নেমে এল নাকি! রবিবার দুপুরে ভাইরাল হওয়া গণপিটুনির ভিডিও দেখে এমনটাই প্রশ্ন উঠেছে জনমানসে। ভিডিও দেখা গেছে, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অপরাধে মাটিতে ফেলে পেটানো হয়েছে তরুণ-তরুণীকে। কণ্ঠ দিয়ে সে মেনে উম্মত্তের মতো চলছে মার! অভিযোগ, যে মারছে সে স্থানীয় তৃণমূল নেতা। ভিড করে মাটিতে সবাই দেখছে সেই মার, কেউ বাধা দিচ্ছে না। ভিডিওটি পোস্ট করেছেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেন দুরন্ত বার্তা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ওই তরুণ-তরুণী চোপড়ার লক্ষ্মীপুর গ্রামে দীঘলগাঁও এলাকায় বাসিন্দা। ভিডিওর দেখা যাওয়া তরুণী একজন বিবাহিত গৃহবধূ। ভিডিওর যে যুবককে মার খেতে দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে মেয়েটির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে শোনা যায়। অভিযোগ, এই নিয়ে গ্রামে জনাজানি হতেই ভাঙা হয় এক সালিশি সভা। সে সভা ডাকার ভূমিকায় ছিল ‘জেসিবি’। জেসিবি আর কেউ নয়, এলাকার এক প্রভাবশালী নেতা। আসল নাম, তাজেমুল। বিধায়ক হামিদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ একেই ভিডিওর দেখা গেছে মারধর করতে। অভিযোগ উঠেছে, জেসিবি নামের ওই নেতাই

সেই সালিশি সভার নাম দিয়ে ‘ইনসাক সভা’। সেই সভাতেই ঘটে এই ভয়ানক ‘তারিখবানি শাসন’। তরুণ-তরুণীকে মাটিতে ফেলে, একগোছা কণ্ঠ দিয়ে রীতিমতো সপাতের মারতে থাকে সে। দেখা যায়, তরুণীকে রাস্তায় ফেলে



তার পচাত্তরদেশে, বগলে একের পর এক সপাং সপাং করে চালানো হয় কণ্ঠ। তিনি ঠিংকার করে গড়াগড়ি খাচ্ছেন রাস্তায়। পাশেই পড়ে এক যুবক, তাঁকেও মারা হয়ে ওই একই ভাবে। এক মহিলাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়, ছেলে-মেয়েদুটিকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তাঁকে অগ্রাহ্য করেই চলতে থাকে মারের পর মার। এই ভিডিও পোস্ট করে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম লেখেন, ‘সালিশি সভার নাম করে, অপরাধের বিচার করে শাস্তি

দিয়ে তৃণমূলের পোষা গুস্তা। তার ডাকনাম জেসিবি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে এ ভাবেই বিচার ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে চোপড়ায়।’ বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যও এই ভিডিও শেয়ার করে

সেলেবন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে বাংলার ভয়ানক অবস্থা... প্রত্যেক গ্রামেই সদেশখালি রয়েছে।’ জানা গেছে, ঘটনাস্থল সন্ত্রাসবাদের। তবে এই নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলার সাহস হচ্ছে না এলাকাবাসীরা। সংবাদমাধ্যম দুপুরের কথা, পুন্নিশের সামনেও বরান দিতে রাজি নন প্রায় কেউ। যিনি মোবাইলে ভিডিও তুলেছিলেন, তিনিও ঘটনার পর থেকে পলাতক। এমনকি মার খাওয়া ওই তরুণ-তরুণীও চিকিৎসা করানো হয়নি বলে

হকার উচ্ছেদ টিএমসি-র ভালো
ব্যবসা, কিছু মালপত্র কামাই হবে,
কয়েক মাস চলবে। শুভেন্দু



দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৩০ জুনঃ হকার উচ্ছেদ ঘিরে শনিবার কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় ধুমুকারের পর বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নন্দীগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে যোগদান করে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “হকার উচ্ছেদ তৃণমূলের একটি টাকা তোলার ব্যবসা।” এদিন শুভেন্দু বলেন, “নীচের তলার

তৃণমূলের পৌরসভাগুলো কার্যত দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তাই পুলিশ ওর পৌরসভা মিলে টাকা তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। কারও এলাকা ছাড়া দেবে, কারও এলাকা ভেঙে দেবে। ওদের খুব খরচা চলছে। ইউ-সিবিআইয়ের গুঁড়োয় টাকা পরসার আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হকার উচ্ছেদকে হাতিয়ার করে যদি কিছু টাকা রোজগার করা যায়। আর কিছু লোককে সরিয়ে দেওয়া যায় ভয় দেখিয়ে। সেখানে তাহলে রেহিয়ারের বসিয়ে দেবে। কারণ নিয়োগ বন্ধ, চাকরি আর বিক্রি করা যাচ্ছে না। ১০০ দিনের কাজের টাকা মারা যাচ্ছে না। টাকা নেই। পশ্চিমবঙ্গ দেউলিয়া হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের সব কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্প-পরিচালনা উন্নয়ন বন্ধ। বেতন আর ভাতা দিতে সব টাকা চলে যাচ্ছে। তাও ঋণ করতে হচ্ছে। এই হকার তোলা বসানো, এটা ভালো ব্যবসা। এখন ২-৩ মাস ওদের ভালো চলবে। সামনে পুজোও আছে। এখন কিছু মালপত্র কামাই হবে। তাই করছে।” হতাং করে হকার উচ্ছেদের বিরোধিতার সরব হয়েছে বিজেপি। শনিবার তাকে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে উপ নির্বাচনে ভোট প্রচারে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, “তড়িঘড়ি করে হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। মানুষকে নোটিশ দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করে হকার উচ্ছেদ করা উচিত ছিল। আপনি কর্মসংস্থান দিতে পারছেন না। রাজ্য চাকরি নেই, শিল্প নেই। আর আপনি মানুষকে এভাবে উড়িয়ে দেন, এটা তো হতে পারে না। উনি যোগািজির কুলডোজার বাবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কুলডোজার মাতা হয়ে গিয়েছেন।”

ফুঁসছে তিস্তা, ধস নেমে বন্ধ
জাতীয় সড়ক, ঘুরপথে শিলিগুড়ি
থেকে গাড়ি যাচ্ছে সিকিমে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুনঃ বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গে দুর্ভোগ পিছু ছাড়ছে না। মাঝে কয়েক দিন বিরতির পর গত মঙ্গলবার রাত থেকে ফের পাহাড়ে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। যার জেরে ফুঁসছে তিস্তা নদী। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে তিস্তার জলা দক্ষায় দক্ষায় প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম ও কালিম্পং। একাধিক এলাকায় ধস নেমেছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এনএইচ১০ সিকিমের ‘লাইফলাইন’ হিসেবে পরিচিত। তিস্তার পার ধরে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সড়ক। ধসের কারণে ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল আপাতত বন্ধ রেখেছে প্রশাসন। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং এবং সিকিমের মধ্যে সংযোগক্ষমকারী এই সড়ক এদিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিপাকে পড়েন বহু মানুষ। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ ধসে যাওয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে সিকিমগামী রাস্তা। ফলে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই তীব্র যানজট তৈরি হয়েছে। ২৯ মাইল এবং গৈরিকখোলার মাঝে রাস্তার উপর বড় বড় পাথরের চাঁই পড়েছে। ওই জায়গার সম্পূর্ণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিকল্প পথে গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপাতত শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী



গাড়িগুলিকে সেবক, ডুমার্স, লাভা, আলগাড়া, কালিম্পং এবং কালিম্পং থেকে মর্গন হয়ে রপেগা হয়ে গ্যাংটকে নেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ষা প্রবেশ করার কয়েকদিন পর থেকেই উত্তরবঙ্গ, সিকিমে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। যার জেরে একদিকে তিস্তা সহ অন্য পাহাড়ি নদীগুলিতে জলস্রোতি হয়েছে। একইসঙ্গে ধস নেমেছে কালিম্পং, দার্জিলিং, সিকিম যাওয়ার রাস্তায়। মাঝে কটা দিন পরিস্থিতি একটি স্বাভাবিক হলেও বুধবার সকালে ফের বিস্তারিত এলাকায় ধস নামে। অন্যদিক, শনিবার রাত থেকে একটানা বৃষ্টি চলছে ধুপগুড়ি-সহ ডুমার্স। বৃষ্টি ও ঝড়ে হওয়ায় বিভিন্ন রাস্তায় উপরে পড়েছে গাছ। এদিকে একটানা বৃষ্টির জেরে জলস্তর বেড়েছে সমস্ত নদীতে। তিস্তায় জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। ফুঁসছে রবিবার সকালে গজল ডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে প্রায় ২৬০০ ফিউটের বেশি জল ছাড়া হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি হয়েছে ১৩৬ মিলিমিটার।

অভিযোগ পুলিশ এই ঘটনার কথা স্বীকার করে জানিয়েছে, স্বতঃপ্রগোদিত মামলা রুজু হয়েছে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে। তাদের গ্রেফতার করার জন্য এলাকায় চলেছে অভিযান। জেসিবি-র বিরুদ্ধে একাধিক খুনের মামলা রয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। গোপড়ার বিধায়ক হামিদুল ও এই ঘটনার কথা মেনে নিয়ে জানিয়েছেন, তিনি ভিডিও দেখেছেন। অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশ পদক্ষেপ করবে। তবে তাজেমুলের নাম উঠেই জলে যান তিনি, বলেন, “তিলকে তাল করা হচ্ছে।” দিন কয়েক আগেই কোচবিহারে এক বিজেপি নেত্রীকে পোশাক খুলিয়ে মারধর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এ বার সামনে এল চোপড়ার ঘটনা। বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “বাংলায় এ ধরনের অজস্র ঘটনা ঘটে। কিন্তু অপরাধগুলোকে চেপে দেওয়া হয়। বারাসতের একটি ছেলে বিয়ে করেছিল ভিন ধর্মের মেয়েকে। সে যখন এক বছরের শিশুপুত্রকে দেখতে শ্রুশ্রবণাডিতে গেল, তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ড্যানচলক তাঁকে তুলি নিয়ে গিয়ে নারিংহোমে ভর্তি করান। এখন হাইকোর্টে মামলা চলছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটেই। বিধায়ক তাঁকে চিনেবেই। ব্যক্তিগত মানসিকতার কারণে হয়নি।” এজ রাহুলে এই ছবি পোস্ট করে নিন্দা করেছেন বাম নেতা মহম্মদ সেলিম।

নতুন সেনাপ্রধান পেল দেশ, দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী



নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃনতুন সেনাপ্রধান পেল দেশ। রবিবার ভারতের ৬০-তম সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব বুয়ে নিয়েছেন। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬০-তম সেনাপ্রধান। তিনি পূর্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ ছিলেন এবং নার্নার সেনাবাহিনীর কমান্ড ও ছিলেনরাবিবার সকালেই দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধস্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিদ্যায়ী সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে। দীর্ঘ ২৬ মাসের মেয়াদ শেষে রবিবারই অবসর নিলেন তিনি। মনোজ পাণ্ডের অবসরের দিনই নতুন সেনাপ্রধান পেয়ে গেল ভারত।

মায়ের নামে বৃক্ষরোপণ করুন, দেশবাসীর কাছে আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদীর



নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ সমস্ত দেশবাসীর কাছে বৃক্ষরোপণের অনুরোধ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১১-তম পর্বের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, “এই বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ‘এক পেড মা কে নান্দ’ নামে একটি বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। আমিও আমার মায়োর নামে একটি গাছ লাগিয়েছি। আমি সমস্ত দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছি, তাঁরাও যেন নিজেরদের মায়ের নামে একটি গাছ লাগান।মন-কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা প্রিয় বন্ধুরা যদি আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীতে সবচেয়ে অমূল্য সম্পর্ক কোনটি? আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন – মা। আমাদের সবার জীবনে মায়ের অবস্থান সবার পক্ষেই একই। আমরা নিজ সন্তানদের লালন পালন করন।

টিম ইন্ডিয়াকে শুভেচ্ছা জানাতে সমুদ্র সৈকতে বালু-শিল্প সূদর্শনের



পুরী, ৩০ জুন ঃ প্রায় যেকোনও বিশেষ দিন বা ঘটনা উদযাপন করতে পুরী সমুদ্র সৈকতে নিজের নিপুণ দক্ষতার অপরূপ সব বালু-ভাস্কর্য ফুটিয়ে তোলেন বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক। এ বারও তার অন্যথা হল না। ভারতের হাতে বিশ্বকাপ উঠেই পুরীর সৈকতে বালি দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি করলেন তিনি।রাবিবার সকালে ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তৈরি করে ফেললেন অপরূপ এক নিদর্শন। জানা গেছে, এটি বানাতে বালির পাশাপাশি ৫০০টি বল ব্যবহার করেছেন তিনি। মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সুদর্শন পট্টনায়কের এই ভাস্কর্যের ছবি।

সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতি যেভাবে গৌরব অর্জন করছে, তা সবাইকে গর্বিত করেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃসমগ্র বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতি যেভাবে গৌরব অর্জন করছে, তা সবাইকে গর্বিত করে। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১-তম পর্বে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে এক ধরনের ছাতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আমি আপনাদের একটি বিশেষ ধরনের ছাতা সম্পর্কে বলতে চাই। এই

ছাতাগুলি আমাদের কেবলে তৈরি হয়। কেবলের সংস্কৃতিতে ছাতার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ছাতা সেখানকার অনেক ঐতিহ্য ও আচার-অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে আমি যে ছাতার কথা বলছি তা হল ‘কার্ণাথি ছাতা’ এবং এগুলি কেবলের আউপার্ডিতে তৈরি। এই ছাতাগুলি আমাদের কেবলের আদিবাসী বোনেরা তৈরি করেছে। এখন সারাদেশে এসব

ছাতার চাহিদা বাড়ছে। সেগুলি অনলাইনেও বিক্রি হচ্ছে। এই ছাতাগুলি ‘বটুলাকি সমবায় কৃষি সমিতি’-এর তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়। এই সমিতি আমাদের নারী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কুয়েত সরকার তাদের জাতীয় রেডিওতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান শুরু করেছে এবং তাও হিন্দিতে। এটি প্রতি রবিবার ‘কুয়েত রেডিও’-তে আধা ঘণ্টা

প্রচারিত হয়।এতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ছাপ রয়েছে। আমাদের চলচ্চিত্র এবং শিল্প জগতের আলোচনা সেখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এমনকি আমাদের বলা হয়েছে, কুয়েতের স্থানীয় লোকজন এতে অনেক আগ্রহ নিচ্ছেন। এই চমকার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি কু যেত সরকার ও জনগণকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি, হরিদ্বারে বিপদসীমা ছুঁল গঙ্গার জলস্তর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃদিল্লিতে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। শনিবার রাত থেকে নতুন করে প্রারিত হয়েছে রোহিণী, বুরাই এবং মধ্য দিল্লির বহু এলাকা।আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। কারণ, ভারী বর্ষণ চলতে পারে আরও চারদিন। নাগাড়ে ভারী

বৃষ্টির জেরে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারেও বিপদসীমা ছুঁয়েছে গঙ্গা। ইতিমধ্যে প্রাবিত অনেক রাস্তা। বহু বাড়ির একতলা পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। এদিকে দিল্লির পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানেও আগামী চারদিন

ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। অন্যদিকে বৃষ্টিতে বানভাসী গুজরাট। অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন গুজরাটের একাধিক এলাকা। শনিবার রাতভর বৃষ্টিতে রবিবার সকাল থেকেই জল দাঁড়িয়েছে বহু রাস্তায়। জলে ভাসছে ভালসাদের বেশকিছু এলাকা। যার

জেরে স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে সাধারণ মানুষ।জানা গেছে, জল জমার কারণে এদিন ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। প্রবল বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে চারিদিক। রাস্তাঘাট সব জলের তলায়। থামছে না বৃষ্টি। এ ভাবে চলতে থাকলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীদের।

সামান্য বাচসা থেকে হাতাহাতি, পাভুয়ায় তিন দিন পরে মৃত্যু যুবকের

পাণ্ডুয়া, ৩০ জুন ঃবাইকের সামান্য ধাক্কা। আর তা নিয়েই শুরু বচসা। সেখান থেকেই হাতাহাতি। যার ফলে প্রাণটাই খোঁয়াতে হল এক যুবককে। এই ঘটনায় জাতি থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ৬ত ৭ ঘটনার সূত্রপাত গত, বৃহস্পতিবার হুগলির পাভুয়ার দ্বারবাসিনী এলাকায়। ওই দিন সেখানে মনসা পুজো ছিল। সেই সময়ে জোরে লাউ উম্পিকার বাজানোকে ক্ষেদ্র করে স্থানীয়

কয়েকজন যুবকদের নিজেদের মর্শেই ঝামেলা শুরু হয়। সেই সময়ে বন্ধুর সঙ্গে ওই রাস্তা দিয়ে বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন আশিস বাউল দাস নামের এক যুবক। ওই যুবকদের মধ্যে কোনও একজনের বাইকের সঙ্গে আশিসের বাইকের হাফা ধাক্কা লাগে। তারপরেই ওই যুবকেরা চড়াও হয়।শিসের উপর। প্রথমে বচসা তারপর সেখান থেকে হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়

বিষয়টি।কোনওরকমে আশিসকে সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে বাাঁ পৌঁছে দেন তারই বন্ধু। চোট-জখম গুরুতর না হওয়াতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেদিন অর্থা বৃহস্পতিবার রাত থেকেই পরিস্থিতির বদল হতে থাকে। অসুস্থ হয়ে পানো আশিস। পরদিন স্ত্রজবার তাকে পাভুয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আশিসের শারীরিক অবস্থার

অবনতি হলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। গতকাল, শনিবার রাতে আশিসের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ মত তাঁকে চিকিৎসা জন্য কলকাতাউঁ নিয়ে আসছিলেন পরিাকের সদস্যরা। কিন্তু মাঝপথেইমৃত্যু হয় আশিসের। গোটা ঘণ্টা পুলিশকে জানায় আশিসের পরিবারের সদস্যরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রতিমা গড়া থেকে পুজো পাঠ নিজেই করেন গৃহ কর্তা,পুজোয় মিশে আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শ

দুরন্ত বার্ত,৩০জুনঃশাস্ত্রীয় মতে অনেক বাড়িতেই মা দুর্গার পুজা হয়ে থাকে,তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে আলোচনার পুজো সম্পূর্ণ হ্যালা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।এই বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাইবান্ধু পুজো হয়। তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোষ্ঠামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।হ্যালি পোশায় আইনজীবী। তবে স্বেচ্ছায় বেছে নিলেনশে শিল্পীর জীবন। ভারতের লুণ্ড শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাস অনুসন্ধানই তার নেশা। এই নেশাই ভর করে স্কুল জীবনে মনের নিখোঁজেই তৈরি করে ফেলেন দুর্গা প্রতিমা। সেই থেকে পুজো শুরু হয় হ্যালির বাড়িতে।রামকৃষ্ণ-বিবেকানঃ দ ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এসে আরও সমৃদ্ধ হয় এই পুজো। সম্পূর্ণ শিল্প বিধি মেনে এই পুজো হয়। বেদ বিদ্যালয়ের বেদ পাঠ করতে ব্রাহ্মণ আসেন চণ্ডীপাঠের জন্য। বহীন্দ্রারের সরস্বতী নদীর জল, ব্রহ্মপুত্র নদের জল, শিশিরের জল থেকে শুরু করে ভারতের সব তীর্থের জলে পুজোয় মায়ের মনোমনের জন্য নিয়ে আসা হয়। এ ছাড়াও হাতির দাঁতের মাটি ও রাজার বাড়ির দরজার মাটি সংগ্রহ করা হয়।

অষ্টমীর দিন মহা স্মারোহে পালিত হয় কুমারীপূজা। দশমীর দিন পান্ডা ভাত, কুসর শাক, চালতারটক, বড়ি দিয়ে ভোগ দিয়ে মাকে বিদায় জানানো হয়।এই পুজো দেখার জন্য শুধু দেশের লোকই নয়, আমেরিকা, রাশিয়া থেকেও পর্যটকরা আসেন। ক্ষুদ্র পরিসরে বিলাসবহুল আশ্বের ছাড়া ২২ বছর ধরে পালিত হচ্ছে এই পুজো।১৭৯০, ১০৯২০২৬ Alope Da Whatsapp: প্রতিমা গড়ার সময় মৃৎশিল্পীদের নিরামিষ খাওয়া নিষেধ, অদ্বুত সব নিয়ম হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়মরুত বার্তা ডিজিটাল ডেডঃ ২২০ বছরের প্রাচীন এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের বিশ্বাস। নানাবিধ লোকাচার, লোককথা আর রহস্যে সমাধার দেখা যায় হুগলি জেলার হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়।হরিপালেরে আলিপুর সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। দেবী এখানে খুবই জাগ্রত। লোকমুখে শোনা যায়, এখানে প্রতিমা গড়ার সময় মৃশিল্পীদের নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হয়। ভুল করে কেউ আমিষ খাবার খেয়ে নিলেমা মরলে আটচালার নিটামেরসে সাপ, বিছে-সহ বিষাক্ত কীটপতঙ্গের অনাগোনা বাড়ে। সাধারণত, বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস ঘটিলে দেখা যায়,

বেশিরভাগ পুজোর প্রতিষ্ঠাতা সেই পরিবারের কোনও পুরুষ। কিন্তু সরকার বাড়ির পুজো ব্যতিক্রমী। এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন সরকার বাড়ির কর্তা বন্ধুবহুরী সরকারের স্ত্রী নীরদাম্মী দাসী।তিনি স্বপ্নাদেশে পেয়ে বাড়িতেই দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। সরকার পরিবারের সদস্য তপন, সঞ্জীব ও সত্যজিরা বলেন, পুরনো মন্দির, সিংহদুয়ার বর্তমানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তে নতুন করে তৈরি হয়েছে আটচালা ও নাটমন্দির। পরিবারের অনেকেই কন্যাসূত্রে এখন বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে। তবে পুজোর সময় সকলেই গ্রামের বাড়িতে মিলিত হন। বাড়তে বাড়তে এই পরিবারে সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় ১৩০। একচালার মূর্তিতে ঘোড়শোপাচারে নিষ্ঠাভরে পুজো হয় এই সরকার বাড়িতে।কথিত আছে, একসময় বাড়ির সিংহদুয়ার ভেঙে ডাকাত দল ঢুকছিল বাড়িতে। ডাকাত দল ছাড়া ভাঙার পর দেখতে পায়, দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্বয়ং দেবী দুর্গা। ওই দৃশ্য দেখে তারা অতর্কিত না করেই ফিরে য়া়।পরে, ডাকাতদের হস্তগতের মুখে মুখেই প্রচলিত হয়ে যায় সেই কথা। আগে একটা সময় সরকার বাড়ির পুজোতে মোষ ও ছাগল বলি হত। শোনা যায়, বছর যাটেক আগে যে ছাগলটি বলি দেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল সেটি সাপের কামড়ে আগেইমারা যায়।

তখন পরিবারের তৎকালীন কর্তা নীলরতন সরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায় পশুবলি প্রথা।জগতের বাড়ির প্রভিতা উত্তর ভারতের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের বালিশা প্রতিমা শিল্পী প্রদুম্মী। তিনি বলেন, গত ১০ বছর ধরে আমি প্রতিমা তৈরি করছি এখানে। আমার আগে যিনি এখানে প্রতিমা তৈরি করতেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, এই প্রতিমা তৈরি করলে মাছ, মাংস, মদ্যপান অসহ্য করছি।কই করা যাবে না। এরপর একদিন তিনি মাংস খেয়ে প্রতিমা তৈরি করতে এসেছিলেন। তার পরিণাম হয়েছিল ভাবাহা সাপ, বিছে-সহ অন্যান্য বিষাক্ত কীটপতঙ্গে ভরে উঠেছিল গোটা মন্দির। ভয়ে তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন।মূর্তিকার আরও জানান, অন্যান্য জায়গায় প্রতিমা করতে যদি তিন দিন সময় লাগে সেই কাজ করতেই সরকার বাড়িতে লগে যায় কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় দিন। কারণ এখানে রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সকলে যে যেরকম অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থাতেই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন।কই মাটি হাতে ঘুমান, কেউ আবার প্রতিমার সাজ হাতে ধরেই চলে ঘ ঘুমে রাজে। মহালয়ায় হয় দেবীর চক্ষুদান। সেদিন নির্জলা উপোস করতে হয়।ফি-বছর এই জাগ্রত দেবী দুর্গার মূর্তি দর্শন করতে হরিপালে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়।

ক্রিপটো কারেসি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন

নয়া়িদি্ল্লি,৩০জু়নঃক্রিপ্টো কারেস্টিভিডিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সমাধান বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেসআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভুত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপর্যাপ্তদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হাফালা এখন ক্রিপ্টো কারেসির ফাঙ্কিওয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি যে গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছানো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যাবনা। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেসআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়।

ক্রিপ্টো কারেসি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরূপ এই সম্ভেদজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেসি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেসির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্ক ওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্য ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ফ্রেয়িং এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অস্বা্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ রিপোর্ট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেসি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটি বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্ক বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিক অত্যাভ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহুলা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যাখা কমানোর ওষুধ) আন্ডেওয়াল্ড এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয়

ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেটিভ কার্টোরে তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেসি ছাড়া আর কিছু নেই। এনক্রিপ্টে বিট কয়েকটি এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করার জন্য এটি অপব্যয়ী এবং সঠিকের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এই ব্যবহারের প্রকোপ বাড়ার পর টোর বাজারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়ই ভোগগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে।তাইই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টাকেলের ওপর নির্ভর করে ফেঁকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের বিকি আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর বাজার টোর সার্ফিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেনসিক, মেমোরি

ফরেনসিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেনসিকে এখন ডার্ক ওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাশণ, এমবেডিং অ্যাফি ফরেনসিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সমক্ষিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে খণ্ডিত উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেসির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেসআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্বশাল অংশ স্বজ্ঞিততার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেইনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উদ্যোগ করার ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সমস্যা পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তরে পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধ্য তৈরি হয়। কার

রবিবাসরীয় সকালে রাহুল বন্দনায় মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের পরই কোেরে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ছিল তারা। কিন্তু তাকে ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত থেকে যাওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিলেন বিসিসিআই কর্তারা। সেই সিদ্ধান্ত যে ডুল ছিল না, শনিবার ভারত বিশ্বকাপ জেতায় আবার সেটাই প্রমাণিত হলো। আর ভারতের এই জয়ের কৃতিত্ব রাহুলের হাতেই তুলে দিলেন খোদ নরেন্দ্র মোদী।রাবিবার সকালে এগ্ন হাউন্ডলে মোদী বলেন, রাহুল দ্রাবিড়ের অনবদ্য কোচিং ভারতীয় ক্রিকেটকে এই সাফল্যের রূপ দিয়েছে। ওঁর অদম্য জেদ, বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতার জেরেই ভারতীয় দল গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, এই অবদানের জন্য ভারতবাসীরা ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ওঁকে বিশ্বকাপ জিততে দেখে খুশি। ওঁকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দিত।

হল দিবসে আদিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা মোদীর, সিধু ও কানহুর বীরত্বকে জানালেন কুর্নিশ



নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ হল দিবস উপলক্ষ্যে আদিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বীর সিধু ও কানহুর বীরত্বকে জানিয়েছেন কুর্নিশ। রবিবার মাসিক মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আজ ৩০ জুন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমাদের আদিবাসী ভাই ও বোনরা এই দিনটিকে ‘হল দিবস’ হিসেবে পালন করে। এই দিনটি বীর সিধু এবং কানহর অদম্য সাহসিকতার সঙ্গে জড়িত, যারা দু’ভাবে বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের বিরোধিতা করেছিলেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বীর সিধু এবং কানহু হাজার হাজার সাঁওতালি সাথীদের একত্রিত করে সর্বশক্তি দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, এবং আপনারা কি জানেন কখন এটি ঘটেছিল? এটি ঘটেছিল ১৮৫৫ সালে, অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই বছর আগে, তখন ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণায় আমাদের জনজাতি ভাইবোনেরা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ইংরেজরা আমাদের সাঁওতালি ভাই-বোনেরাে ওপর প্রভুত অত্যাচার করত। তাদের ওপর বহু নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিল। এই লড়াইতে অসংখ্যবীরীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে বীর সিধু ও কানহু শহীদ হয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ডের এই অমর ভূমিপুত্রদের আত্মবলিদান এখনও দেশবাসীকে প্রেরণা যোগায়।

শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা নিবেদন, মোদীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শুনলেন সুকান্ত মজুমদার



কলকাতা, ৩০ জুন ঃকলকাতা উত্তর শহরতলী সাংগঠনিক জেলার দমদমে বিজেপির বিরাটি কার্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান শুনলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিনিধি তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার রবিবার সকালে উত্তর দমদম পুরসভার পার্শ্বস্থ দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান শোনেন।

যাওয়ার কথা ছিল স্কুলে, মগড়ায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ৫ ছাত্রী

মগড়া, ৩০ জুন ঃ স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল, অথচ রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল ৫ ছাত্রী, তাও আবার একসঙ্গে। বাড়ি থেকে বের হয়েছিল স্কুলে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না। সকলেই মগড়া প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস ৮-এর ছাত্রী ছিলেন। ছাত্রীরা বাড়ি না ফেরায় মগড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।পরিবার থেকে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো শনিবারও বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া জন্য সকলে বেরিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের লোকজন স্কুলে গিয়ে জানতে পারে, এই পাঁচজন ছাত্রী কেউই স্কুলে আসেইনি। এর পরেই পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে। অবশেষে মগড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের লোকজন। ওই ছাত্রীরা মগড়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায় গেছে। রবিবার পরিবারের পক্ষ থেকে আবারও থানায় গিয়ে দরবার করে নিখোঁজ ছাত্রীদের পরিবারবর্গ।

বিশ্বজয়ী ভারত এবং অন্যান্য দল পেল বিপুল অক্ষের পুরস্কার মূল্য

কলকাতা, ৩০ জুন ঃআইসিসি এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রেকর্ড সংখ্যক অর্থ পুরস্কার হিসেবে দিয়েছে। বিশ্বকাপের জন্য মোট ১ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হল। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৯৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।কত পেল ভারতঃবিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার পুরস্কারমূল্য হিসাবে পেল। ভারতীয় মূল্যে যার প্রায় ২০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।কত পেল দক্ষিণ আফ্রিকাঃরানার্ন দল দক্ষিণ আফ্রিকা পেল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার বা প্রায় ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা।সেমিফাইনালের প্রতিযোগীরাঃসেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে অফগানিস্তান এবং ইংল্যান্ড। দু-দলই পুরস্কার মূল্য হিসেবে পেল ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ ডলার বা প্রায় ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা করে। সুপারহিট পর্ব থেকে যারা বিদায় নিল : সুপার এইট পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া বাকি চারটি দলও পুরস্কার পালে। অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ এবং আফ্রিকা পেল ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ ডলার। ভারতীয় মূল্যে প্রায় ৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকাপ্রাপ্ত পর্ব থেকে যারা বিদায় নিলঃগ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া বাকি ১২টি দল-পাকিস্তান, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নামিবিয়া, ওমান, নিউ জিল্যান্ড, উগান্ডা, পাপুয়া নিউ গিনি, শ্রীলঙ্কা, নেদারল্যান্ডস এবং নেপাল পুরস্কারমূল্য হিসেবে পেল ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০০ ডলার। অর্থাৎ, প্রায় ২ কোটি ৬ হাজার টাকা।

ঝাড়গ্রামে মাঝরাতে হাতি আতঙ্কে আতঙ্কিত গ্রামবাসী ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুন ঃমাঝরাতে ঝাড়গ্রামের কুনডল ডিহা সহ পুকুরিয়াতে হাতি খাবারের খোঁজে হামলা চালায়। পুকুরিয়া গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে খাবারের সন্ধান আশ্রয় চালায়। গ্রামে আমকা হাতি ঢুকে পড়ায় হাতির হামলার তাত্ক্ষণ্য গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বেশ কয়েকটি বাড়ির দরজা, জানালা ভেঙে খাবারের খোঁজে তাণ্ডব চালায়।

দুরন্ত বার্তা
পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১ জুলাই মাস
মাটঃ মঙ্গল বার, ১৬ আষাঢ় মাস
১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১ জুলাই
মাসঃ ২০২৩, ৫৫৬ টেতঃভাদ্রাদঃ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৬ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৫৫ বঙ্গাব্দঃ ১৬ আশ্বাঃ, বাংলাদেশঃ১ জুলাই মাস
১৪৩১, ভারতীয় সিঙ্কলঃ১৬ আষাঢ় মাস ১৯৪৪,মৈত্রেঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী
শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থান (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫০০৮ চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্র পক্ষ
তিথিঃসপ্তমী (ভজা)
রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৬৮ঃ৪৫ পর্যন্ত
নক্ষত্রঃআর্দ্রা
রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত
পরে পুনর্বর্ষকরণঃবাণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৬৮ঃ৫ পর্যন্ত
পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ০১ থেকে - ০৭ঃ৫ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪০২ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩৩ত পর্যন্ত, তারপর ১ঃ৫ঃ৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫ঃ২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ৫ঃ২ঃ১২ পর্যন্ত, মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ১০ঃ২ঃ৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১ঃ৫ঃ১৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৫ঃ২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩১ পর্যন্ত,কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৩৫ঃ২ পর্যন্ত,কুলিক রাত্রিঃ০৮ঃ ২ঃ৪ঃ২ থেকে - ০৮ঃ১ঃ০ঃ৫৫ পর্যন্ত,বালবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত, কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ০৮ঃ১৮ পর্যন্ত, কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫ঃ৪ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪ঃ৫ পর্যন্ত,গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীনা)৪রাবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ

নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদে রাস্তায় ব্যারিকেড করে অবরোধ গ্রামবাসীদের



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ জুনঃ নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। এরই প্রতিবাদে রবিবার সকালে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের চামরাইল মালাপাড়ায় এদিন গ্রামবাসীরা বাশের ব্যারিকেড করে রাস্তা আটকে অবরোধ করেন। তাঁদের অভিযোগ, এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নর্দমা সাফাই হয়না। জঞ্জাল পড়ে অল্প বৃষ্টিতেই বাড়ির ভিতর

জল ঢুকছে। এলাকা জলে ডুবে যাচ্ছে। বারবার পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও সুবাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই এই বর্ষার মধ্যে এদিন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অবরোধকারী আরতি সাহা এদিন বলেন, নিকাশির অভাবে এখানে জল পাস হচ্ছে না। ফলে নিচু বাড়িগুলোতে জল ঢুকে যাচ্ছে। এতে সমস্যা হচ্ছে। জল পাস করে গেলে এই সমস্যা থাকবে না। এই জমা জল যাতে পাস করিয়ে দেওয়া হয় তারই দাবিতে আমরা বিক্ষোভ

ডোমজুড়ের বাঁকড়ায় ব্যাপক বোমাবাজি, ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা

দূরন্ত বার্তা, বাঁকড়া, ৩০ জুন ঃ ডোমজুড়ের বাঁকড়ায় ব্যাপক বোমাবাজি, ভাঙচুর ও সংঘর্ষের অভিযোগ উঠলো। রবিবার সকালে বাঁকড়া-২ পঞ্চায়েতের মুন্সিডাঙা শেখপাড়ার ওই ঘটনায় ডোমজুড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে।

এলাকায় আসে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। বাড়ি তৈরিতে বাধা দেওয়ায় এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে এদিন হামলার অভিযোগ ওঠে অপর গোষ্ঠীর লোকজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পাঁচটা হামলা চালায় ওই পঞ্চায়েত সদস্যের লোকজনেরাও। ঘটনায় আটক করা হয় বেশ কয়েকজনকে। একাধিক জন আহত হন এই ঘটনায়। স্থানীয় বাসিন্দা ফারুক মল্লিক বলেন, ভোটের পর থেকেই এখানকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। এখানে বোমা



পড়েছে। তবে কোথায় পড়েছে তা জানিনা। পাড়ার মধ্যেই নিজেদের মধ্যে অশান্তি চলছিল। যদি এই ঘটনা রাজনৈতিক হয় তাহলে দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্ব অবশ্যই বিষয়টি দেখবেন। অন্যদিকে, এই ঘটনা প্রসঙ্গে নাজিমা বেগম বলেন, এখানে একজন জেতা প্রার্থীকে মারধর করা হল। তাঁর নামে কেস হল। কিন্তু যার নামে এফআইআর

করা হল তাঁকে গ্রেফতার করা হল না। সব বিরোধীরা করছে। এখানে এদিন বোমাবাজি হয়েছে। প্রায় ১২টা বোমের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে।

এই ঘটনায় একজন জখম হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর পায়ে আঘাত লেগেছে। আমার ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারতের নতুন আইনকে স্বাগত জানালেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট, করা হলো বৈঠক



দূরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ৩০ জুন ঃ ১৮-৬০ সালে ‘ইন্ডিয়ান পিনাল কোড’ বা অর্থাপিসি চালু করেছিল ব্রিটিশ সরকার। গতবছর ডিসেম্বরে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ অর্থাৎ বিএনএস বিলটি পাশ হওয়ায় অর্থাপিসি-র বিদায় জানানো ছিল শুধু সময়েই অপেক্ষা। আগামীকাল, ১ জুলাই দেশে লাগু হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। একই সঙ্গে ‘ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট’ অর্থাৎ সিআরপিসি-র বিদায় ঘটছে।

আসছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা’, এবং ‘ইন্ডিয়ান এভিল্‌সে অ্যাক্ট’-এর জায়গায় আসছে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতে নতুন আইনে সাধারণের মানুষের গুরুত্ব বাড়বে। এই আইন সম্পর্কে অবগত হতে ইতিমধ্যে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে প্রশিক্ষণ। রিয়ডা রবীন্দ্রভবনে চন্দননগর কমিশনারেটের পক্ষ থেকে সেই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ কমিশনার অমিত জাভালগি, সরকারি কৌশলি বিভাস চ্যাটার্জি সহ আইন বিশেষজ্ঞরা।

কমিশনারেটের বিভিন্ন থানার পুলিশ অফিসারদের নতুন আইন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। পুলিশ কমিশনার বলেন, আমরাও প্রশিক্ষণ নিয়েছি, এখন একদম তৃণমূল স্তর অর্থাৎ থানার পুলিশ অফিসারদের জন্য এই আয়োজন। যতদিন সকলে বিষয়টি নিয়ে ধাতস্ত না হইছেন ততদিন এ ধরনের প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে।

সরকারি আইনজীবী বিভাস চ্যাটার্জির দাবি, নতুন আইনে তদন্তে গতি বাড়বে, বিচারও তড়াতাড়ি হবে। সঙ্গে রয়েছে অনেক নতুন নতুন ধারা। তিনি জানান, নতুন আইনে কাজ করতে গেলে স্মার্ট ফোন চালানো থানার প্রত্যেকটি অফিসারকে শিখতে হবে, অডিও ভিডিও রেকর্ডিং সম্পর্কে ধাতস্ত হতে হবে।

স্মান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলো যুবক

দূরন্ত বার্তা, সূতি, ৩০ জুনঃ বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্মান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলো এক যুবক। রবিবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সূতি থানার অরঙ্গাবাদ -১ পঞ্চায়েতের কাস্টম ঘাট এলাকায়। তলিয়ে যাওয়া ওই যুবকের নাম সামিউল রহমান (২১)। তার বাড়ি সূতি থানার অরঙ্গাবাদ মোমিন পাড়া এলাকায়। তলিয়ে যাওয়া যুবকটি মুক বধির ছিল বলেই জানিয়েছে পরিবার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সূতি থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ। খবর দেওয়া হয়েছে ডুবুরি টিমকে। মাস ছয়কে আগেই বিয়ে হয়েছিল ওই যুবকের। এরই মাঝে তার তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

পুজোয় মাইক বাজানো নিয়ে বচসার জেরে যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, পাড়ুয়া হুগলি, ৩০ জুন ঃ বাড়ির সামনেই মনসা পুজো। আর সে পুজোয় মাইক বাজানো নিয়ে বচসা। বচসার জেরে রাস্তায় এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে থিরে চাঞ্চল্য হুগলির পাণ্ডুরায় দ্বারবাসিনী এলাকায়। ঘটনায় গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আশিস বাউল (২৬)। স্থানীয় ও পুলিশ সত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার আশিস বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বহরিতলার মেলা দেখে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গমুকপাটি এলাকায় মনসা পুজোর মাইক বাজানো নিয়ে একটা গণ্ডগোল চলছিল। সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় আশিসের গায়ে ধাক্কা লাগে এক গ্রামবাসীরা। সেই নিয়ে বচসা তর্কাতর্কি শুরু হয়।

অভিযোগ, আশিসকে বাইক থেকে কলার ধরে টেনে নামিয়ে মারধর করা হয়। রাস্তায় ফেলে বুকে লাথি মারা হয় বলেও অভিযোগ। বন্ধু তাঁকে ছাড়িয়ে কোনওভাবে বাড়ি নিয়ে যায়। রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করেন আশিস। তাঁর বাবা বিকাশকে বলেন ঘটনার কথা। অভিযোগ, পরদিন ওই গ্রামে গিয়ে কেন ছেলেকে মারা হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে গেলে তাঁদের উপর চড়াও হয় গ্রামের অভিযুক্তরা। শুক্রবার রাতে রক্ত বমি শুরু হয়। পাড়ুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখান থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আইসিইউ-তে স্থানান্তরের কথা বলেন চিকিৎসক। এরপর তাঁকে কল্যানীর একটি বেসরকারি



হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর সেখান থেকে এন আর এস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু

হয় আশিসের। ঘটনায় লাল্টু বাউল দাস ও শুভঙ্কর বাউল দাস নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পাড়ুয়া থানার পুলিশ।

প্রত্যন্ত ব্লকে গিয়ে আইনি সচেতনতার পাঠ দিলেন বিচারক

লিগাল আওয়ারেনেস ক্যাম্পের মাধ্যমে দ্রুত আইনি পরিষেবা দেবার বার্তা

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জুনঃ খড়গ্রাম আইনি পরিষেবা এবং অধিকার, জমি সংক্রান্ত, বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে, নতুন আইন সক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতার পাঠ দেওয়া হলো প্রত্যন্ত এলাকায়। মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম ব্লকের রবীন্দ্র ভবন কমিউনিটি হলে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার আইনী সচেতনতা শিবির লিগাল আওয়ারেনেস ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা জর্জ ভাস্কর ভট্টাচার্য, শ্রী অমিতাভ মুখার্জি, খড়গ্রামের বিডিও মিলনী দাস, অন্যান্য প্রতিনিধি বৃন্দ। এদিনের আইনি সচেতনতা শিবির থেকে এলাকার বাসিন্দারা কিভাবে নিজেদের আইনি পরিষেবা পাবে, এবং জেলা আইনি পরিষেবা



কর্তৃপক্ষ থেকে যে সুবিধা গুলো দেওয়া হয়, সেই বিষয়ে সকলকে অবগত করা হয়। পাশাপাশি সমাজের একাধিক বিষয়ে কোথায়

কিভাবে সকলের জন্য ন্যায় বিচার পাওয়া যায় সেই বিষয়ে সচেতন করা হয়। এদিন জেলা জর্জ খড়গ্রাম এলাকার বাসিন্দাদের সাথে

মতবিনিময় করেন এবং তাদের একাধিক প্রশ্নের সমাধানের বিষয়গুলি তুলে ধরেন।বিচারকদের পক্ষ থেকে বলেন বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে শুরু করে জমি সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আইননের মধ্যে অনেক সময় লাগে।

সেক্ষেত্রে আইনের মোড়কে লিগাল আওয়ারেনেস ক্যাম্পের মাধ্যমে সেই সমস্যা অনেক দ্রুত করা সম্ভব হয়।

এই সচেতনতা শিবির শেষে সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন এই শিবির থেকে অনেকটাই আইনি সচেতনতা বিষয় সম্পর্কে উপকার পাওয়া গেল। অনেক ভুল ধারণা দূর করে সঠিক বিষয়টি জানতে পারলাম।

গ্রাহক সেজে হুগলির চণ্ডীতলায় সোনার দোকানে লুট

হুগলি, ৩০ জুন ঃ রাজ্যে একের পর এক সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেই চলেছে। ব্যারাকপুর, ডোমজুড়ের পর এবার হুগলির চণ্ডীতলা এলাকায় ডাকাতির ঘটনা। রবিবার হুগলির চণ্ডীতলায় এক সোনার দোকানে দুপুরে বন্ধ করার সময় দুই দুষ্কৃতী

ক্রেতা সেজে ঢোকে। দোকান এক প্রকার ফাঁকই ছিল সেই সুযোগকে কাজে লাগায় দুষ্কৃতীরা। একজন দোকানে থাকা মালিককে একটার পর একটা গহনা দেখাতে বলে। অপরজন দোকানের গেটের সামনেই বসে থাকে। দোকান মালিক কিছু

বোঝার আগেই সোনার চেন, আংটি সহ একাধিক সোনার তৈরি সামগ্রী পকেটে ভরে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। দুজনের কাছে আগ্রোয়ন্ত্র ছিল বলে দাবি করেন দোকানের মালিক। লুট যারা চালিয়েছে দুজনেই হিন্দিভাষী অর্থাৎ ভিন রাজ্যের বাসিন্দা বলেই

দাবি দোকান মালিকের। দুই দুষ্কৃতীর কার্যকলাপ সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ইতিমধ্যেই চণ্ডীতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় রীতিমত আতঙ্কিত এলাকার ব্যবসায়ীরা।

ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী এবং বিডিও, বর্ষা শুরু হতেই শুরু ভাঙ্গন

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০জুন ঃ ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী এবং বিডিও। একাধিক প্রতিশ্রুতির পরেও হয়নি সমস্যার সমাধান। ফের বর্ষা আসতেই শুরু হয়েছে ভাঙ্গন। তলিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি। কিন্তু রাজনৈতিক তরঙ্গের আটকে ভাঙ্গন সমস্যা। রবিবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের ফুলহর নদী তীরবর্তী উত্তর ভাকুরিয়া, দক্ষিণ ভাকুরিয়া, রশিদপুরের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি

উন্নয়ন আধিকারিক তাপস পালা। সেখানে গিয়েই এলাকাবাসীর ব্যাপক ক্ষোভের মুখে পড়েন মন্ত্রী। রীতিমত তড়াতা করা হয় মন্ত্রীকে। এলাকাবাসীর অভিযোগ বারবার প্রতিশ্রুতি মিলছে। কিন্তু ভাঙ্গন সমস্যার কোনরূপ সমাধান হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ভাঙ্গন শুরু হয়ে গেছে। নদীর গর্ভে যেতে শুরু করেছে ঘরবাড়ি। যদিও মন্ত্রী এই সমস্যার জন্য দায়ী করেনছেন কেন্দ্র সরকারকে।

তোপ মেগেছেন বিজেপি সাংসদ খনেন মুমুকেও। পাঁচটা গ্রামবাসীদের বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে রাজ্য সরকার কাঠগড়ায়

তুলেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের কোন সিদ্ধিছা নেই। যার জন্য এই অবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ ওসমান বলেন,এখন আর এসে কি হবে। এর আগেও কয়েকটা সামান্য বস্তা ফেলে কাজ করল। এতে তো কোনো সমাধান হচ্ছে না। আরেক স্থানীয় ফুলকি বিবির অভিযোগ, বছর বছর আমাদের ঘরবাড়ি জমি চলিয়ে যাচ্ছে। টোটর ক্ষতিপূরণ কি সরকার দিতে পারবে। এখন ভাঙ্গন সমস্যা শুরু হওয়ার পর আর এসে কি লাভ। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বক্তব্য, এই

বিক্ষোভ খগেন মুর্খ কে দেখানো উচিত।

আমরা এসেছি পরিস্থিতি দেখতে। সেচ দপ্তরকে বলব যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করতে।জেলা শাসককেও জানাবো। বিজেপি এদের জন্য কিছু করছে না। আমরা সবসময় পাশে আছি। মানুষ ঠিক করেছে বিক্ষোভ দেখিয়ে। আমি ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহী। পার্লামেন্টেও কথা বলেছি। কিন্তু রাজ্যের কোন রকম সহযোগিতা নেই। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী রাজ্য সরকার।

ভরাট করা পুকুর খনন করে এলাকার মানুষের ব্যবহার যোগ্য করে তুলতে তৎপর নব বারাকপুর পুরসভা

দূরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৩০ জুনঃ জলাজমি ভরাট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুশিয়ারির পর নড়েচড়ে বসল শাসক দলের কাউন্সিলর থেকে চেয়ারম্যান রা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন পুকুর বা জলাশয় ভরাট করা চলবে না। বেআইনি ভাবে ডোবা জলাশয় ভরাট করে আবাসন নির্মাণ করা চলবে না চরম হুশিয়ারি দিয়েছেন বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান সহ দলের নেতা ও পুলিশ প্রশাসন কে। পুকুর বা জলাশয় ভরাট হলে সাথে সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। ভেঙে দিতে হবে। সে যত বড় নেতাই হোক বা পুলিশ দফতার হোক। প্রথর গরমের আবহায়ে চারিদিকে ডোবা বা জলাশয় বদ্ধ ভূমি তে আবদ্ধ। দীর্ঘ দিন ধরে নব বারাকপুর পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডের পশ্চিম মাসুদা নজরুল সরণী স্থিত এলাকায় বিরাট ঝিল ভরাট করে মানুষের চোখের অজান্তেই অসাধু ব্যবসায়ীরা ছোট ছোট প্রুটিং করে জমি বিক্রি করছিল। মাটি ফেলে রীতিমতো ভরাট করছিল। বলে

অভিযোগ কাউন্সিলর জয়গোপাল ভট্টাচার্যের। ঝিল ও জলাশয় বৃদ্ধিয়ে আবদ্ধ ভূমিতে পরিনত করে দূষিত দুর্গন্ধ করে অব্যবহার যোগ্য করে তোলে বলে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী জলাশয় ভরাট নিয়ে হুশিয়ারির সাথে প্রতিবাদে সরব হন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর জয়গোপাল ভট্টাচার্য। তার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে অসাধু ব্যবসায়ী প্রমোটিং এর জন্য ক্রেশম ও পুকুর টি ভরাট করে ফেলছে। এর আগু পুকুর ভরাটের প্রতিবাদে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু কাজ না হওয়ায় পুনরায় তিনি নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করে পুরসভায় চেয়ারম্যান এর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান শুক্রবার। কাউন্সিলরের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর পরিদর্শনে গিয়ে সরেজমিনে জলাশয় ভরাট চারিদিকে ঘুরে দেখেন।তার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান এর কাছে



রিপোর্ট দেন। পুরসভার চেয়ারম্যানের নির্দেশে শনিবার সকাল থেকে পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে জেসিপি দিয়ে বদ্ধ জলাশয় সংস্কার সাধন করে স্থপাকৃতি নোরা আর্বজনা জঞ্জাল তোলা ও সাফাই অভিযান কাজ শুরু হতেই এলাকাবাসীর চোখে মুখে হাসি স্ফুতির নিঃশ্বাস।রবিবার ও ভরাট করা ঝিল থেকে নোরা আর্বজনা জঞ্জাল মাটি তোলা হয়।নব বারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বলেন

পুরসভা জলাশয় বা পুকুর ভরাট বরাদ্দত করবে না। পুকুর ভরাটের বিপক্ষে। বিগত দিনে সিপিএমের আমলে ভরাট করা পুকুর পুরসভা প্রশাসন নতুন ভাবে জেসিপি দিয়ে খনন করে নোরা আর্বজনা মাটি জঞ্জাল তুলে ফেলে সংস্কার কাজ শুরু হতেই এলাকাবাসীর চোখে মুখে হাসি স্ফুতির নিঃশ্বাস।রবিবার ও ভরাট করা ঝিল থেকে নোরা আর্বজনা জঞ্জাল মাটি তোলা হয়।নব বারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বলেন

নতুন ভাবে সৌন্দর্যায়ন ও ব্যবহার যোগ্য করে সুন্দর পরিবেশ উপহার তুলে দেওয়া হবে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বেজায় খুশি পুরসভার চেয়ারম্যান এবং জনপ্রতিনিধির উদ্যোগে ভরাট করা ঝিলের খনন কাজ করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে মানুষের ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হল। স্থানীয় কাউন্সিলর জয়গোপাল ভট্টাচার্য বলেন ভীষন আনন্দিত। প্রকৃতির সম্পদ ফিরে আসুক। প্রকৃতির শোভা ফিরে আসুক। বাস্তবত বজায় থাকুক। এটাই নিয়ম। প্রকৃতির বৈচিত্র্য কে বজায় রাখার সবসময় চেষ্টা করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুকুর আগের অবস্থায় ফিরে আসুক। লোকজন স্নান করবে। বাস্তবত রক্ষা পাবে সেদিকে নজর থাকুক। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরসভার চেয়ারম্যান তডিছডি পদক্ষেপ নিয়ে ঝিল পুনরুদ্ধারে। ইতিমধ্যেই শহরের বেশ কিছু পুকুর কে সৌন্দর্যায়ন আধুনিকিকরন করে মানুষের ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হয়েছে।

হরিপাল ও বালুরঘাটে পালিত হল হুল হুল দিবস

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, বালুরঘাট ৩০ জুনঃ হরিপাল ব্লক সিধু কানু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৭০ তম হল দিবস পালিত হলো হরিপালের বাসুদেবপুরে। এই উপলক্ষে হরিপালের ডাক বাংলা ময়দান থেকে আদিবাসী সম্প্রদায় সহ কয়েক হাজার মানুষের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাসুদেবপুর চৌমাথায় এসে পৌঁছায়, সেখানে সিধু কানুর মূর্তিতে মালা দান করেন সিধুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মামা, হরিপালের বিধায়িকা ভাস্কর করবি মামা সহ নেতৃবৃন্দ। এই শোভাযাত্রায় মাদল কাঁধে অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী বোরারাম মামা, ছিলেন হরিপালের বিধায়িকা ভাস্কর করবি মামা। ঐ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মামা বলেন এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সিধু কানুর আত্ম বলিদান স্বর্ণাঙ্কনের লেখা থাকবে কারণ তারাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাই তাদের নৃশংস ভাবে শহীদ হতে হয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের



ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা তাই এই হল দিবসের তাৎপর্যকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং সিধু কানুর আদর্শকে স্মরণ করতে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছর হল দিবস পালন করি। এই উপলক্ষে আজকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে সিধু কানুর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা চক্রও অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে, শহরে উদযাপন করা হলো হল দিবস। এদিন অতি মর্যাদার সাথে প্রতিকৃতি ছবিতে ফুল দিয়ে ও মালা দান করে হল দিবস উদযাপন করা হয়। বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মাঠ ও বালুরঘাটে জেলা মিউজিয়ামের সামনে দলটি

উদযাপন করা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহে শহীদ সিধু ও কানুর ছবিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পাশাপাশি আদিবাসী সংস্কৃতি নাচ গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। বিজেপির কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, তপনের বিধায়ক বুরাই টুডু, জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, আদিবাসী মোর্চার জেলা সভাপতি সুশীল মার্ডি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। হল দিবস উপলক্ষে তীরন্দাজির আয়োজন করা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহে শহীদকে সিধু কানুকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি, কিভাবে আদিবাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল তার ব্যাখ্যাও তুলে ধরা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১১ সংখ্যা, সোমবার, ১৬ আষাঢ়, ১৪৩১

প্রথম ডাক্তার দিবস

আমেরিকার জর্জিয়াতে বিশ্বে প্রথম চিকিৎসক দিবস পালিত হয়েছিল ৩০ মার্চ ১৯৩৩ সালে। সেই দেখে সারা বিশ্বে চিকিৎসক দিবস পালন হতে শুরু করে। তবে সব দেশের চিকিৎসক দিবস একই দিনে পালন করা হয় না। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন তারিখে চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়ে থাকে। আমেরিকার জর্জিয়াতে প্রথম চিকিৎসা দিবস পালন করার আয়োজন করেছিলেন রাউন কাউন্টি অ্যাল্যায়েন্স। ডাক্তার এডোরা ব্রাউন আলমন্ড এবং তাঁর স্ত্রী ডাক্তার চার্লস বি আলমন্ড এই উৎসব পালন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ডাক্তার কাউন্ফোর্ড ডব্লিউ তং প্রথম এই দিনে অ্যাসেথেশিয়া করে একজন রোগীর টিউমার অপারেশন করে সফল হয়েছিলেন। এই দিনকে স্মরণীয় দিন হিসাপে পালন করার জন্য আমেরিকা জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করে থাকে। আমেরিকার জাতীয় চিকিৎসক দিবসের চিন্তাধারা সারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত হতে শুরু করে। জাতীয় চিকিৎসক দিবস এমন একটি দিন যা ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্প্রদায়ে চিকিৎসকদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য উদযাপিত করা হয়ে থাকে। ভারতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয় ১ জুলাই। এদিন ভারতের অন্যতম সেরা চিকিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ে জন্মদিন এবং তিরোধান দিবস। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের বাসগৃহটিকে একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। তবে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমেরিকার যে পথ দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল সেই পথ ধরে বিশ্বের বহু দেশ এখন তাদের নিজস্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেরা দিনটিকে বেছে নিয়ে জাতীয় চিকিৎসা দিবস পালন করে থাকে। রাষ্ট্রপঞ্জ বা বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা ছ বিশেষ দিনকে চিহ্নিত করে দেয়নি যে অমুক দিনে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করা হবে। প্রতিটি দেশের ওপরে সেটি পালন করার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে প্রতিটি দেশই তাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ স্মরণীয় দিনটিকে জাতীয় চিকিৎসা দিবস হিসাপে পালন করে থাকে। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে ২০ মার্চ পালন জাতীয় চিকিৎসা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। আবার কুয়েতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়ে থাকে ৩ মার্চ। কুয়েতি ব্যবসারী মহিলার জন্য এই উদযাপনের ধারনাটি এসেছিল। জংরা সুলাইমান আল -মুসাভি কাছ থেকে এবংএই তারিখটি তাঁর কন্যা ডাক্তার সুন্দুস আল মাজিদির জন্মদিন হওয়ার কারণে বেছে নেওয়া হয়। রাজিলে জাতীয় চিকিৎসা দিবস পালন করা হয় ১৮ অক্টোবর। সেদিন আবার ক্যাথলিক চার্চ সেন্ট লুকের জন্মদিন। সেন্ট লুক একজন চিকিৎসক ছিলেন। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে তাঁর সম্পর্কে লেখাও রয়েছে। কানাডাতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে ১ মে। কানাডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা কানাডায় অনুশীলনকারী প্রথম মহিলা চিকিৎসক ডাক্তার এমিলি স্টোর’কে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এই দিনটিকে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করার জন্য। চাইনিজ ডাক্তার দিবস হিসাবে ১৯ আগস্ট দিনটিকে পালন করা হয়ে

রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ

এক অসাধারণ মানুষের মাটিতে পা রেখে চলার কাহিনী। একসময়ে সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তুতে কিন্তুিতে টাকা দান করতেন শিক্ষা ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে। অসংখ্যের হিসেব বের হল তিনি আট লক্ষ টাকা দান করেছেন। জীবনভোর আয় করেছেন দুই হাতে বিলিয়েছেন। তিনি দুর্গতমের বন্ধু, অন্যথাদের সহায়, ধৃতি -চাদর কোর্তা পরা বাঙালি। বলতেন আমি ধর্ম্মে আমি খ্রীষ্টান কিন্তু তাই বলে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আচার আচরণ ছাড়ব কেন। যেমন তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ তেমন তার সাধারণ খাওয়া দাওয়া। একটি হাফহাত কোর্তা গায়ে সারা কলকাতা টহল দিয়েছেন ঘনিষ্ঠরা দেখেছেন। একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন চাকর বাকর রাখতে পারি না। বুড়ির কি খাটুনি! বাটনা বাটা,কুটনো কাটা,জল তোলা,ঘর মোছা,রান্নাবান্না সব তাঁকে নিজে হাতে করতো। চাকরের কোর্তা বন্ধ হওয়া না। আর অত টাকাই বা পাবেন কিভাবে। সতিহি তো এল্লগ মিতাচারী না হলে অত লক্ষ লক্ষ টাকা দান করতে পারতেন! রাজ্যপাল হওয়ার পরে তিনি বললেন উচ্চমহল আমাকে চায় না জানলে চলে যাব। আমি দুটো ট্রাক নিয়ে বিরাট ভবনে ঢুকেছি,আবার সেই ট্রাক দুটি মাল নিয়ে বিদ্যো নেবা। দুঃখ করতেন রাজ্যপাল হয়ে লেখা - পড়ার চর্চা প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছে। রাজভবনে অনবরত দেশী -বিদেশী পদস্থ অতিথিরা আসছেন; তাদের সঙ্গে আহার করতে হয় অনেক সময়। আদর আপ্যায়নে অনেক সময় কেটে যায়। তবে যত বাধা বিপত্তি আসুক তিনি মর্ডান রিভিউ’পত্রিকার জন্য লিখবেন। এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারছেন আমরা আমাদের রাজ্যের একমাত্র পূর্ণ সময়ের বাঙালি রাজ্যপাল উত্তর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি। একবার হরেন্দ্রকুমার কে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি রাজি হননি। জন্মভূমি বাংলা ও বাঙালিকে বড় ভালবাসতেন। দিল্লির বড়কর্তাদের কথায় না চলে নিজের মত চলেছেন। হরেন্দ্রকুমার ত্রিবাঙ্কর গিয়েছিলেন, জনসংখ্যায় সেখানে অনেক খ্রীষ্টান ধর্মের মানুষ। একটি সভায় তাঁকে বক্তব্য রাখতে হতো। সভা লোকে লোকারণ্য। সভার প্রধান উদ্যোক্তা হরেন্দ্রকুমারকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভদ্রলোকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘মর্ডান রিভিউ’য়ের ‘নিয়মিত লেখক। তাঁর অন্য পরিচয় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একথা হল গৌণ, তিনি ওই পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলাছেন, আদর্শশক্তি পেলে পাঁচোতে নাহলে গোটা দেশটা একেবারে ধ্বংসে পথ ধরে এগিয়ে চলতে

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন



রামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা সারদা হচ্ছেন সর্শক্তি'র অধিকারিনী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেশ বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু, সহ্য করতে পারেন। মা

থাকবে। ঠাকুর বলত চেয়েছিলেন, দেশের তরুণরা আত্মনির্ভরতার ওপরে ভরসা করে এগিয়ে যাক। এটা একটি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক। আত্মনির্ভরতা দিকে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আত্মনির্ভরতা করতে মনে শক্তির সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তি সম্পদ কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের শক্তি সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই দেশের শ্রীশক্তি সম্পদ বৃদ্ধি হবে। তবেই দাঁড়ানোর শক্তি উথিত হবে

ভবতারিণীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা ভবতারিণীর মেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন অভয়দানকারিণী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান।

‘ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়’ এবং খ্যাতনামা কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসক বাংলায় জন্মগ্রহণ করে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

(ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন ১ জুলাই ১৮৮২ সালে। তাঁর জন্মদিনেই ভারতে পালিত হয় ‘ডাক্তার দিবস’। এই দিনকে সম্মান দিতে আজকের প্রতিবেদন।)ডাক্তারবিধানচন্দ্র রায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য। মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং কংগ্রেস দলের সদস্যও ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেননি, তবে তিনি তখন কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করতেন। তাঁর সঙ্গে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১ জুলাই ১৮৮২ সালে। আর পরলোগকমন করেন ১৯৬২ সালে ১ জুলাই। তাঁর জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন একই তারিখে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে বিলেত থেকে ফিরে এসে ক্যাম্পবেলে মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করেন। ডাক্তারি চিকিৎসা করার পাশাপাশি তাঁর সমাজ সেবাও চলেছিল।তিনি কলকাতার মেয়র এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই তিনি বাংলাকে শিল্প রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছিলেন। ভালো চিকিৎসা কেন্দ্র যাতে গড়ে উঠতে পারে তার দিকে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিনেই ভারতের পালিত হয় ডাক্তার দিবস। তিনি প্রবাদপ্রতীম ডাক্তার হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা বহু কাল ধরে হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার শুরু হয়েছিল ইংরেজরা আসার পর থেকে। তার আগে বিক্ষিপ্তভাবে বিজ্ঞান চর্চা হলেও তা কিন্তু সমাজের বুকে প্রভাব বিস্তার করেনি। ইল্যাপুন্ডের শিল্প বিপ্লবের জোয়ার কলকাতায় একেবারে আঙড়ে পড়ে গিয়েছিল। যার ফলে মেডিকেলি আল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় ব্যবসা ব্যািজের স্বার্থে বিজ্ঞান চর্চার লাভ করতে শুরু করে। ইংরেজদের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বাংলায় আসার ফলে নেটিভদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশুনার করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কলকাতায় প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা

হয়েছিল গর্ভনর জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের ষোষনাবলে ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি, বুধবার।এইকলেজেরপ্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার মাউন্ট জোসেফ ব্রামলি। এই কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ নামে খ্যতি অর্জন করে।মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম মাইলস্টোন। দ্বিতীয় মাইলস্টোন সৃষ্টি হল ১৮৩৬ সালে ১০ জানুয়ারি। মেডিকেল কলেজের ছাত্র পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ১৮ মার্চ, ১৮৩৫ সালে। বেতন পেতেন মাত্র ৬০ টাকা।ডাক্তার হওয়ার প্রথম চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৩০ অক্টোবর



১৮৩৮ সালে। এটি হল ভারতের মেডিকেল এডুকেশনের ইতিহাসে তৃতীয় মাইলস্টোন।এর পরীক্ষায় বসবার সুযোগ পেয়েছিল ১১ জন ছাত্র। পাশ করেছিল উমচাঁর জন। প্রথম হয়েছিলেন উমচাঁরগ শেঠ, বাকিরা হলেন রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারিকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র নিখু। শবব্যবচ্ছেদ গবেষণায় মধুসূদন গুপ্ত সিন্ধবন্ত ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের তিনি এনাটমির শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ কক্ষে প্রায় ৩৫০০ টি শবদেহ আনা হয়। মধুসূদন গুপ্ত অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ১৮০২ সালে কলকাতার কলেরার টিকা দেওয়া শুরু হয়। সেই সময়ে কলকাতার বিখ্যাত বহু ব্যক্তির কলেরারা টিকা নিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে-বাবু রসময় দত্ত, বাবু নীলমণি মতিলাল,

বাবু তারাতাঁর দত্ত, বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। ডাক্তার তামিজ খান এর নাম বহু লোকেরা জানেন না। কলকাতার তালতলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল কলিঙ্গা স্কুল। এই স্কুলের পুরো নাম ছিল কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুল। আজও কলিঙ্গা স্কুলের নাম বহন করে চলেছে কলিঙ্গ স্কুল। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ডাক্তার তামিজ খান। অসাধারণ মেধাবি ছাত্র ছিলেন তিনি। স্কুল থেকে পাশ করে মেডিকেল পড়ার ইচ্ছা ছিল তামিজ খানের। তিন একটি মেডিকেল স্টোর্সে কাজ করতেন। সেই মেডিকেল স্টোর্সের সু পারিনটেনডেন্ট ছিলেন ডাক্তার গ্রান্ট। তামিজ খান তার

মনে ইচ্ছার কথাটা বলে দিলেন ডাক্তার গ্রান্টের কাছে। ডাক্তার গ্রান্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে তামিজ খানের নাম সুপারিশ করলেন। ডাক্তার মিয়াট তামিজ খানকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করে তাকে ভর্তি করে দিলেন মেডিকেল কলেজে। ১৮৪৩ সালে ৩০ এপ্রিলের একটি রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যাচ্ছে ৬৯ জন ছাত্র ছিল। তার মধ্যে হিন্দু ছিল ৪৬ জন, খ্রিস্টান ১৭ জন, আর্মেনিয়ান ২ জন এবং মুসলমান ৪ জন। ডাক্তার তামিজ খানের গবেষণার বিষয় ঠিল মান্না তদন্ত করে রোগ নির্ণয় করা। কেস হিস্টোরি লেখা শুরু হয় তখন থেকেই। তামিজ খান লাহোরে চলে গেলে সেই স্থানে এসে ছিলেন শশীভূষণ শীল। ১৮৫২ সালে তামিজ খান আবার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এসে মেডিকেল কলেজে হাউস ফিজিসিয়ান

১৮৫৬ সালে ১৫ নভেম্বর। তখন মধুসূদন গুপ্তের প্রয়াণ হয়ে গিয়েছে। মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণিতে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন তামিজ খান। ১৮৬৭ সালে গরীব রোগীদের জন্য শিয়ালদহ মিউনিলিপি়ালিটির একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। জর্জ ক্যাম্পবেল এর নামকরণে ১৮৭৪ সালে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালে কলেজে পরিণত হয়। ১৯৫০ সালে এর নামকরণ হয় ‘নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ।’ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩ সালে ২ নভেম্বর হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল তারকনাথ সরকার। এবং মায়ের নাম আঘোরমণি দেবী। ১৮৪১ সালে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৪৯ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে জুনিয়র স্কলারশিপ পেয়ে হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ পেলেন। সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান এর পাশাপাশি পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞানও পড়ানো হতো। ১৮৪৫-৫৫ সালে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। তিনি ডাক্তারি পাশ করলেন ১৮৫৯-৬০ সালে। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে তিনি সব বিষয়ে মেডেল এবং পদক লাভ করেছিলেন। তার পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রাজেন্দ্র লাল দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্র লালের সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মহেন্দ্র লাল সরকার হোমিওপ্যাথির ওপরে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভায় মহেন্দ্রলাল সরকার বক্তব্য রাখতে গিয়ে হোমিও প্যাথি চিকিৎসার ওপরে জোর দেওয়ার কথা বলেন। যার ফলে বহু ডাক্তার তার সঙ্গে কথা প্রায় বলা বন্ধ করে দিল। মহেন্দ্র লাল সরকার একপরে হয়ে পড়লেন। এই ঘটনার পরই মহেন্দ্র লাল সরকার নিজেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন তার নাম ছিল ‘দ্য ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন’। সেখানে তিনি হোমিওপ্যাথি নিয়ে কথা প্রকাশ করতে শুরু করেন। বহু চিকিৎসকেরা তাঁকে অনুরোধ করেছিল লোকোপ্যাথিকে ফিরে আসতে। কিন্তু তিনি অনড় ছিলেন। মহেন্দ্র লাল সরকার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক ছিলেন। ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় ১৮৪৪ সালে ১৬ মে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি হিন্দু স্কুলে সেরা ছাত্র ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৮৬৫ সালে এলএমএস পাশ করে চিকিৎসক হন। ১৮৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডে চলে যান। ১৮৭২ সালে ভারতে ফিরে এলেন। তিনি যোগ দিলেন বর্ধমান জেলার চিকিৎসক পরিদর্শক হিসাবে। একটি সময়ে বর্ধমান জেলার দমন করায় প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তাকে দমন করতে ডাক্তার রায়কে প্রশাসক বর্ধমানে পাঠায়। ১৮৭৭ সালে কলোরা রোগের দমন করার জন্য স্যানিটারি কমিশন তৈরি করা হলে সেখান রিপোর্ট দাখিল করেন ডাক্তার রায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্যার কেদার নাথ দাস ১৮৬৮ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবকৃষ্ণ দাস। তিনি হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছেলে যাদবনাথ প্রথমে পাঠশালায় পড়াশুনা করেছিলেন। পরে হিন্দু স্কুলের ছাত্র হন। সেখান থেকে পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সারা জীবন ধরে বহু গবেষণাপত্র লিখেছিলেন ডাক্তার কেদারনাথ। ডাক্তার কেদারনাথ ই ডেন হসপিটালে স্ত্রীরোগ বিভাগে যোগদান করেন। ভারতে সর্ব প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভা হয় ১৮৯৪ সালে ২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর। কেদারনাথ এই সম্মেলনের সহ সম্পাদক ছিলেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন কেদারনাথ দাস। ১৯১৫ সালের রেকর্ডে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের নাম। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি। ১৯২২ সালে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ওই বছরই তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯৯৩ সালে স্যার উপাধি পেয়েয়ে ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারি সরকারিভাবে ৭ জুন ১৮৭৫ সালে বিশ্বের মরুস্রের জেলার জামালপুরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন পড়ার সাথে সাথে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৪ সালে রসায়ন বিভাগে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। কালাজ্বরে ওপরে গবেষণা করে তিনি মহৌষধি ‘ইউরিয়া সিন্‌টাইন’ আবিষ্কার করেন ১৯২১ সালে। ১৯২৯ সালে নোবেল পুরস্কার কমিটির কাছে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারির নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। পরে ১৯৩২ সালে আবার তাঁর নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। ‘নাইটছড’

থেকে শুরু করে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির স্যার ইউলিয়াম জোস স্মারক পদক লাভ করেন। ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার হচ্ছেন কাদম্বিনী দেবী। তাঁর কথা আজকে ডাক্তার দিবস উপলক্ষ্যে বলতেই হবে। সেই সময়ে মহিলারা ডাক্তার হবে তা কিন্তু সমাজ মেনে নেশনি। বহু সংগ্রাম করতে হয়েছিল কাদম্বিনী দেবীকে। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়াকালীনই তাঁর ডাক্তারি পড়া নিয়ে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। মহিলাদের তখন ডাক্তারি পড়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু কাদম্বিনী প্রবল ইচ্ছা তিনি ডাক্তার হয়ে রোগীদের সেবা করবেন। তিনি বিদেশ গিয়ে ডাক্তারি পড়ে চিকিৎসকের সম্মান লাভ করেন। তিনি সেখানকার চিকিৎসক সম্মান লাভ করে বাংলায় চিকিৎসা করতে শুরু করেন। বর্তমানে ক্যাম্পার নিয়ে ক্যাম্পার লেখাজ ডাক্তারি শঙ্কর কুমার নাথ জনগণকে সচেতন করতে শুরু করেছেন। ভারতে ক্যাম্পার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করেছে। এই সময়ে ক্যাম্পার রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা উচিত বলে মনে করেন চিকিৎসক ডাক্তার নাথ। তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে ক্যাম্পার রোগকে কী করে প্রতিহত করা যায় তার নিয়ে জনগণকে সচেতন করছেন। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রাচীন যুগ থেকে শুরু হয়েছিল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি লিখতে মধ্য দিয়ে ভারতীয় চিকিৎসা জগতের সূচনা। মধ্য যুগে চিন দেশের বেশ কয়েকজন পরিভ্রাজক ভারতে এসে এখন থেকে তারা আয়ুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। চিন দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিও এদেশের শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা দান করেন। চিন দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেল বন্ধন ঘটে যা়া ছিলেন এবং হিউগেন সাং এর ভারত সফরের সময় থেকে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটল ভারতে ব্রিটিশ রাজের সূচনা থেকে। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের সূনাম সর্বাধিক। ভারত তাথা এশিয়াতে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল এই কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতাতেই ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রারম্ভকাল থেকেই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত (১৮৩৬-১৮৫৬) অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

সম্পাদকীয়

ডাক্তার দিবস কি এবং কেন ?

চিকিৎসকদের সম্মান দিতেই ১ জুলাই ভারতে ‘ডাক্তার দিবস’ পালন করা হয়ে থাকে। শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়। ভারতে যেমন ১ জুলাই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ‘ডাক্তার দিবস’ পালন করা হয়ে থাকে ঠিক সেই রকমই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সেখানকার বিখ্যাত চিকিৎসকদের জন্মদিনে ‘ডাক্তার দিবস’ পালন করা হয় মানব সেবার রত্নী হন চিকিৎসেরা। তাদের অক্লান্ত



পরিশ্রমের ফলেই মানব জীবন রক্ষা পেয়ে থাকে। ভারতের বহু জগত বিখ্যাত ডাক্তার জন্ম গ্রহণ করেছেন। এই সব বিখ্যাত চিকিৎসকদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল মানর সেবা করতে হবে। ভারতের জনসংখ্যা তুলনায় ডাক্তার খুবই কম। এক হাজার জন পিছু একজন চিকিৎসক পাওয়া খুবই মুশকিল। এই বিশাল অসুবিধার মধ্যে দাঁড়িয়েও চিকিৎসকেরা তাদের কাজ সুস্থভাবে করে চলেছে। মানব সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করছে। বর্তমান পৃথিবীতে বহু জটিল রোগ দেখা দিতে শুরু করেছে। পৃথিবীতে এখন ডাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এর মোকাবিলা করতে চিকিৎসকেরা সক্রিয়। চিকিৎসক

অবশ্যই পালন করা উচিত। বিশ্বের সব দেশেই ডাক্তার দিবস পালন করা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে তাদের সেরা চিকিৎসকদের সম্মানে ‘ডাক্তার দিবস’ পালন করে থাকে। ভারতের বহু মহান চিকিৎসক জন্ম গ্রহণ করেছেন যারা বিশ্ব চিকিৎসা জগতে সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হচ্ছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, দিলীপ মহালান্যথ ‘ই নারা নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো রোগ নিরাময় করতে শুণ্ধ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। এই সব ভারতীয় চিকিৎসক বিজ্ঞানীদের সম্মান দেওয়া উচিত। চিকিৎসা জগতে তাদের অবদান কয়েছে তাদের প্রত্যেকেই সম্মান দিন।

ফ্যাশন- রূপচর্চা

সাহসী ফটোশুটে বিতর্কিত কেটি পেরি

নতুন গানের প্রচারণায় নিতানতুন উপায় বেছে নেন গায়ক-গায়িকারা। তবে মার্কিন পপ তারকা কেটি পেরি যে পথে হাঁটলেন, সেটা অনবদ্য। একের পর এক ‘অন্য রকম’ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরি করে আলোচনা, সমালোচনা আর বিতর্ককে সঙ্গী করছেন। ছবিতে ছবিতে দেখে নেওয়া যাক।



২০২০ সালে মুক্তি পেয়েছিল কেটি পেরির পঞ্চম অ্যালবাম। এরপর একরকম আড়ালেই ছিলেন এই পপ তারকা। তিন বছর পর নতুন গানের ঘোষণা

তৈরি করে আলোচনায় কেটি। স্প্যানিশ ফ্যাশন ব্র্যান্ড ব্যালেন্সিয়াগার ওভারকোট পরেছেন। পায়ের জুতোমোজাটাই লম্বা হয়ে প্যাণ্টের সঙ্গে মিলে গেছে। তবে কোটের নিচে কিছুই পরেননি। সাহসী এই ফটোশুট করে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি করেছেন। একের পর এক ব্যালেন্সিয়াগার পোশাক পরে ফটোশুট করছেন। এদিকে ২০২২ সালে একটি শিশুকে কালো টি-শার্ট আর প্যান্ট পরিয়ে টেডি ব্যাগ হাতে ‘চাইল্ড পর্নোগ্রাফি’র বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে উপস্থানের মূল্য ব্যাপকভাবে বয়কট আন্দোলনের মুখে পড়ে এই প্রতিষ্ঠান। এক পোস্টে দায়সারা দুঃখ প্রকাশ করে সেখানেই বিষয়টি থামাতে চায় এই ফ্যাশন ব্র্যান্ড। কেটি পেরির ছবির নিচে একের পর

এক মন্তব্য জমা হচ্ছে, ‘প্রতিবাদ যদি করতে না পারেন, অন্তত চুপ থাকুন। এমন ব্র্যান্ডকে তুলে ধরা নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থ আর খ্যাতির জন্য আর কত নীচে নামবেন!’

নতুন গানের ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় পেরির আন্যগোনা বেড়েছে। ফ্যাশন শোতেও নিয়মিত দেখা যাচ্ছে। ভোসের ফটোশুটেও ব্যালেন্সিয়াগার একটা কালো-হালকা গোলাপি ‘নেকড’ ফ্লোরাল গাউন পরেছেন। এখানেও ভক্তরা লেখেন, ‘আপনি কেমন মা? মেরুদণ্ডের পরিচয় দিন’। অনেকে আবার কেটি পেরিকেই বয়কট করার ডাক দিয়েছেন। আরেকজন লেখেন, ‘আপনার ভক্ত ছিলাম, ভাবতেই খারাপ লাগছে’।

গত মঙ্গলবার প্যারিসের এক ফ্যাশন উইকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন পপ তারকা কেটি পেরি। সেখানে ৫০০ ফুট লম্বা ট্রেনের লাল এক হাতার একরঙা ডেলভেট গাউনে দেখা দেন পেরি। ফ্যাশনজগতে এমন লম্বা পোশাক পরা নতুন কিছু নয়। মেট গালার মধ্যে এমন পোশাকের দেখা মেলে হরহামেশাই। কিন্তু কেটি পেরির পোশাকটাকে আলোচনায় এনেছে এই ট্রেন। ট্রেনজুড়ে বিশাল অক্ষরে লেখা আছে তাঁর নতুন গান ‘উইমেনস ওয়ার্ল্ড’-এর লিরিক। কেটি পেরির এই পোশাকটিও তৈরি করেছে স্প্যানিশ



ফ্যাশন ব্র্যান্ড ব্যালেন্সিয়াগা। অংশোল্ডার নেকলাইনের ফুলহাতা লাল পোশাকের সঙ্গে ছিল কালো টাইটস। আর হাতের সঙ্গে শাড়ির আঁচলের মতো করে জুড়ে ছিল ৫০০ ফুট লম্বা ট্রেন। যে গানের জন্য এত আলোচনা, সেই গান মুক্তি পাবে ১১ জুলাই।

মাথার চুল নাই, দিন দিন বাড়ছে পরচুলার ক্রেতা



মাথাভর্তি চুল থাকলে যেকোনো স্টাইলেই সাজা যায়। চুল না থাকলেও আছে সমাধান। পরচুলা ছাড়াও আসল চুলের ওপরে আটকে দিতে পারেন নকল খোঁপা বা বেগি। নকল চুলের মান যত ভালো হবে, তত বেশি আসলের মতো লাগবে। বাজার ঘুরলেই টের পাবেন পরচুলার কত রূপ। দেশি ও বিদেশি দুই রকমই আছে। দেশীয় আলগা চুলের মধ্যে মূলত চিকন প্লাস্টিকের ব্যবহার থাকে বেশি। আমদানি করা পরচুলাগুলো অধিকাংশ

সিনথেটিক তন্তু দিয়ে বানানো হয় বলে চকচকে এবং অনুজ্জল ম্যাট, এই দুই ধাঁচেরই পাওয়া যায়। কলকাতা ছাড়াও ঢাকার নিউমার্কেট লাগোয়া নূর ম্যানশনের নিচতলায় গেলে দেখতে পাবেন সাজানো সারি সারি দোকানে পরচুলার পসরা। চুলের গুণগত মান, দৈর্ঘ্য আর উজ্জলতার ভিত্তিতে দাম। নূর ম্যানশনের ল্যাকমি স্টোরের স্বাধিকারী ওয়াসিম আকরাম জানান, চকচকে পরচুলাগুলো দেখলেই মনে হয় নকল। অন্যদিকে ম্যাট, অনুজ্জল চুলগুলো দেখতে

ছ ব ছ আসল চুলের মতো, দামও তাই খানিকটা বেশি। বেশির ভাগ পরচুলা আসে চীন থেকে। এ ছাড়া কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড থেকেও প্রাকৃতিক পরচুলাসহ নানা ধরনের আলগা খোঁপা, বেগি আনা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা ঢাকার চকবাজারের আমদানিকারকদের কাছে থেকে এসব পরচুলা সংগ্রহ করেন বলে জানান এক ব্যবসায়ী। পরচুলার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে নূতারং কালেকশনের স্বাধিকারী বলেন,

দেশি পরচুলা মূলত চুলের কাটের নমুনা হিসেবে ডামি পুতুলে ব্যবহৃত হয়। আমদানি করা ভালো মানের আলগা চুলের ক্ষেত্রে নকশা হয় দুই ধরনের। সিঁথিসহ পুরো মাথার চুল এবং ক্রিপ দিয়ে আটকানো যায় এমন অর্ধেক মাথার চুলা। সিঁথিসহ পুরো মাথার পরচুলাগুলো দিয়ে সুবিধামতো চুলের স্টাইল করা যায়, খোয়া যায়, আঁচড়ানো এবং হেয়ার আয়রনের মতো যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা যায়। তবে সিঁথি ছাড়া ক্রিপে আটকানো চুলে বিভিন্ন চুলের স্টাইল করা গেলেও জল লাগানো যাবে না। আশপাশে দোকান ঘুরে আলগা চুলের দামের ক্ষেত্রে বেশ তারতম্য লক্ষ করা গেছে। দেশীয় অপ্রাকৃতিক পরচুলার মূল্য ৬০০ টাকা শুরু করে ১ হাজার টাকা। প্রাকৃতিক চুল দিয়ে বানানো পরচুলা দুই হাজার টাকা থেকে শুরু। চুলের দৈর্ঘ্য যত বৃদ্ধি পায়, দামও তত বাড়তে থাকে। বাইরের আমদানি করা পুরো মাথার চুল ১ হাজার ২০০ টাকা থেকে শুরু করে ৬

হাজার টাকা। ক্রিপে আটকানো অর্ধেক আলগা চুল ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যেই মিলবে। সব পরচুলা খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়, যাতে ব্যবহারকারীরা পছন্দমতো স্টাইল করে নিতে পারেন। আবার তৈরি করা বেগি, খোঁপা, ম্যাগি পরচুলা, কৌঁকড়া পরচুলাও রয়েছে। দাম পড়বে ১০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকার মধ্যে। বাহারি চুলের সাজের জন্য বিভিন্ন আকৃতির ডেনাট স্পঞ্জও মিলবে ৪০-৬০০ টাকায়। এদিকে মোহাম্মদপুরের দিপাস কালেকশনের স্বাধিকারী শাকিরা শাহরীন বলেন, ‘দিন দিন পরচুলার ক্রেতা বাড়ছে। নারীরা বেশি কিনলেও পুরুষেরাও আলগা চুলের দিকে হাত বাড়ছেন।’ যারা বিনোদনজগতের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই আমার পরচুলার মূল খদ্দের। সব সময় বিক্রি হলেও বিয়ের মৌসুমে পরচুলার চাহিদা থাকে সর্বাধিক।’ ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আলগা চুলের নানা রকম ডিজাইন আনছেন বিক্রেতারা। তা ছাড়া কোনো ক্রেতা তাঁর বনের মতো পরচুলার নকশা দিলে সেটিও সংগ্রহ করে দেওয়া যাবে, তবে সময় একটু বেশি লাগবে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।

যাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রেন চলাচলের মেয়াদ বৃদ্ধি উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ

মালিগাঁও, ৩০ জুনঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড হ্রাস করার লক্ষ্যে কয়েকটি ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়সূচি ও স্টপেজের সাথে চলাচল করবে। সেই অনুযায়ী ট্রেন নং. ০৭০২৯ (আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল ০৫ জুলাই থেকে ০৪ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার এবং ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৭০৩০ (সেকে দ্বাবাদ-আগরতলা) স্পেশাল ০১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার করে চলাচল করবে। একইভাবে উভয় দিক থেকে পাঁচটি করে ট্রেনের জন্য ট্রেন নং. ০৩০২৮ (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) স্পেশাল ০৪ জুলাই থেকে ০১ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এবং ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৩০২৭ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল ০৩ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে চলাচল করবে। উভয় দিক থেকে চারটি করে ট্রেনের জন্য ট্রেন নং. ০৩১০৬ (জাগীরোড-শিয়ালদহ) স্পেশাল ০৫ জুলাই থেকে ০১ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এবং ফেরত যাত্রার সময় ০৩১০৫ (শিয়ালদহ-জাগীরোড) স্পেশাল ০৫ থেকে ২৬ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে চলাচল করবে। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের গোষ্ঠা-বুরগোলা সেকশনে প্রস্তাবিত প্রি



নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের অধীনে অভ্যন্তরীণ স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচল নীচের বিবরণ অনুযায়ী বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

ট্রেনের বাতিলকরণঃ ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬৫৬ (গুয়াহাটি-জম্মু তাওয়াই) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ০৪৬৭৯ (গুয়াহাটি-শ্রী মাতা বৈষ্ণব দেবী কাতরা) স্পেশাল। ৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য

নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৪৬৫৪ (অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল। ৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬৫৫ (জম্মু তাওয়াই-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস। ৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৪৬৫৬ (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর) স্পেশাল। ট্রেনের পথ পরিবর্তনঃ ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৮ (শিলচর-তিরুবন্থপুরম সেন্ট্রাল) এক্সপ্রেস, ৩০ জুন, ০২ ও ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং.

২২৫০৪ (ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী) এক্সপ্রেস, ৩০ জুন ও ০১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫১০ (গুয়াহাটি-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) এক্সপ্রেস এবং ০২ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫১৬ (শিলচর-কোয়েম্বাটোর) এক্সপ্রেস আসানসোল-আত্রা-মেদিনাপুর-হিজলি-ভদ্রক হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ৩০ জুন ও ৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯০৪ (চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস বরাবাহি-অযোধ্যা ক্যান্ট.

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ ঃ ০৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭০৭ (কাটিহার-অমৃতসর) এক্সপ্রেসের যাত্রার সময় ১০.৪৫ ঘট্টার পরিবর্তে ১৩.৩০ ঘট্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ০৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫২ (জম্মু তাওয়াই-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেসের যাত্রার সময় ২২.৪৫ ঘট্টার পরিবর্তে ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘট্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

দশম রাঢ় সাহিত্য সম্মেলন বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ জুনঃ পূর্ব বর্ধমান সহ দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে একদিন ব্যাপি রাঢ় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হল রবিবার। মুক্তবাংলার উদ্যোগে গোলাঘাটের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে আয়োজিত ওই সাহিত্য সম্মেলনের সূচনাপর্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পরেশ চন্দ্র সরকার, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক বিশ্বনাথ রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবি তথা জেলার পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুল রব, পৌরপিতা প্রদীপ রহমান। এদিন বর্ধমান সহ জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে শতাধিক কবি সাহিত্যিক অংশগ্রহন করবেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন, দর্প অহঙ্কার, লোভ লালসা, হিংসা প্রতিহিংসা, অসহিষ্ণুতা, অধৈর্যতা সমাজকে অনেক নিম্নগামী করে তুলেছে। কবি সাহিত্যিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি, চাওয়া পাওয়া, অন্যা্য অত্যাচার, অবিচার ব্যতিচার, প্রেম ভালবাসা সবকিছু তুলে ধরেন নিজের জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত উপলব্ধি দ্বারা। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কবি সাহিত্যিকরা মানুষের কল্যাণ সাধন করেন। যতদিন জীবন আছে মানুষ ও সমাজের জন্য কাজ করা, কল্যাণ সাধন করা প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত। পৌরপতি এই সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়ায় দৈনিক মুক্তবাংলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক তথা বিশিষ্ট শিক্ষক বিশ্বনাথ রায় বলেন, সারা দেশের যে সাহিত্যসত্তার তাকে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ করেছে বাংলার সাহিত্য।

আর এই সাহিত্যে গ্রামীণ বাংলার যোগসূত্র অত্যন্ত বেশি। এই সব সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কোথায় যেন গ্রামের মাটির সোঁদা গন্ধ লুকিয়ে রয়েছে। যা আমাদের কাব্য ও সাহিত্যকে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের এই সৃষ্টির ধারাকে ধরে রাখতে হবে। বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল রব বলেন, সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা প্রাচীন কাল থেকেই অনেক এগিয়ে। তাই এই ধরনের মনোজ্ঞ সাহিত্যানুষ্ঠানে সাহিত্যিকরা সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবাহমান ভাবধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে সমাজের মঙ্গল সাধন করছেন। দৈনিক মুক্তবাংলা পত্রিকার কর্ণধার প্রসেনজিৎ সামন্ত বলেন, রাঢ় সাহিত্য সম্মেলন কবিদের উপস্থিতিতেই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে। তারা আছেন বলেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।, তারা না থাকলে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা যেত না। কয়েকজনের নিরলস প্রয়াস এই উদ্যোগকে সফল করতে সাহায্য করেছে। শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলা নয় অন্যান্য জেলা থেকেও কবি সাহিত্যিকরা এখানে উপস্থিত হয়েছে। মুক্তবাংলা পত্রিকা আয়োজিত রাঢ় সাহিত্য সম্মেলন দশম বর্ষে পদার্পণ করল এখানে উপস্থিত প্রত্যেক কবিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায় এদিনের সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় দেড় শতাধিক কবি একে একে তাদের কবিতা পাঠ করবেন।

অযোধ্যা-শাহগঞ্জ-জাঁউনপুর-বারাণসী-আউনহিরার-ছাপরা হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯০৩ (ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড়) এক্সপ্রেস ছাপরা-আউনহিরার-বারাণসী-জাঁউনপুর-শাহগঞ্জ-অযোধ্যা-অযোধ্যা ক্যান্ট.-বরাবাহি হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ২ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৯১৯০ (কাটিহার-মুন্সাই সেন্ট্রাল) স্পেশাল মানকাপুর-অযোধ্যা-আর্টস কলেজ-বরাবাহি হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

নাম পরিবর্তন

আমি Bijoja Jain alias Bijoja Bhura (পুরাতন নাম) পিতা Jawaharlal Singh এবং স্বামী Vijay Bhura ঠিকানা 42/43, Bangur Avenue, Block C, Kolkata-700055, 1st Floor, South Dum Dum Municipality, Ward No. 29, P.S. Lake Town, Dist.-24 Pgs. (N), W.B., কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10-06-2024 এর Affidavit নং. 5503 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bijoja Jain Bhura (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bijoja Jain Bhura (নতুন নাম) এবং Bijoja Jain, Bijoja Bhura (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sayeda Khatoun (পুরাতন নাম) স্বামী Mohammed Jabir , ঠিকানা- 6/H/3,GOPI MONDAL LANE KOLKATA-700002, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahida Khatoun (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahida Khatoun (নতুন নাম) এবং Sayeda Khatoun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ashadul Mondal S/o. Isharat Mondal R/o. Vill. - Rajapur, P.O.- Mandra, P.S.- Baduria, Dist.- 24 Pgs.(N), Pin-743438 shall henceforth be known as Ashadulla Mondal. I declare that Ashadulla Mondal and Ashadul Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-06-2024.

Name Change

I, Pallabi Pal D/o. Asit Pal R/o. Anandabagan, P.O.- Hridaypur, P.S.- Barasat, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-700127 shall henceforth be known as Pallabi Paul. I declare that Pallabi Paul and Pallabi Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-06-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি, Mo Husneyara Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Sekh Israil , ঠিকানা- 2002, Sampri, Brahmapur, Badamtala, South 24 Parganas,Pin -700096, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hosneyara Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hosneyara Bibi (নতুন নাম) এবং Mo Husneyara Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Hosen ali (পুরাতন নাম) পিতা Maksud shekh , ঠিকানা- 2044 Sardar Apartment 4th Floor, P.O.- Brahmapur, P.S.-Bansdroni Badamtala, Kolkata-700096, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sheikh hossain Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sheikh hossain Ali (নতুন নাম) এবং Hosen ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Subhalakshmi Mukherjee, Subholakshmi Mukherjee & Shubhalakshmi Mukherjee (পুরাতন নাম) পিতা Dili Kumar Mukherjee, ঠিকানা- House No-N/209, Bhalotheko, Sukantapali, Galapatti, Raghunathganj-1, Murshidabad, Pin-742225, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suvalakshmi Mukherjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suvalakshmi Mukherjee (নতুন নাম) এবং Subhalakshmi Mukherjee, Subholakshmi Mukherjee & Shubhalakshmi Mukherjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Purnima Khan (পুরাতন নাম) স্বামী Shahnawaz Khan, ঠিকানা- Bandel Manashpur Basti, P.O.- Bandel, P.S.- Chinsurah, Dist.- Hooghly, Pin- 712123, West Bengal, India, সবার (খালি) 1st class মার্জিস্ট্রেট, Dated 03.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Purnima Mali Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Purnima Mali Khan (নতুন নাম) এবং Purnima Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Dipti Pal (পুরাতন নাম) স্বামী Amit Kumar Pal, ঠিকানা- 50, B.P. Dey Street, P.O. & P.S.- Serampore, Dist.- Hooghly, Pin- 712201, West Bengal, India , বাঙ্গাল কলেট 1st class মার্জিস্ট্রেট, Dated 10.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dipti Pal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dipti Paul (নতুন নাম) এবং Dipti Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, BRINDABAN CHANDRA MANDAL (পুরাতন নাম) পিতা LATE SANTOSH CHANDRA MONDAL, ঠিকানা- 1038, LENIN NAGAR, GARULIA, PS NOAPARA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743133, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.06.2024 এর Affidavit নম্বর 21 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে BRINDABAN CHANDRA MONDAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। BRINDABAN CHANDRA MONDAL (নতুন নাম) এবং BRINDABAN CHANDRA MANDAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Bidyut Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Brindaban Chandra Mondal , ঠিকানা-1038, LENIN NAGAR, GARULIA, PS NOAPARA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743133, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.06.2024 এর Affidavit নম্বর ২০ দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bidyut Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bidyut Mondal (নতুন নাম) এবং Bidyut Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mo Husneyara Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Sekh Israil , ঠিকানা- 2002, Sampri, Brahmapur, Badamtala, South 24 Parganas,Pin -700096, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hosneyara Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hosneyara Bibi (নতুন নাম) এবং Mo Husneyara Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Hosen ali (পুরাতন নাম) পিতা Maksud shekh , ঠিকানা- 2044 Sardar Apartment 4th Floor, P.O.- Brahmapur, P.S.-Bansdroni Badamtala, Kolkata-700096, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sheikh hossain Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sheikh hossain Ali (নতুন নাম) এবং Hosen ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Nurul Islam (পুরাতন নাম) পিতা Chatter, ঠিকানা- Shankargachi Golabari Bazar, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743423, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nurul Islam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nurul Islam (নতুন নাম) এবং Md Nurul Islam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Gopal Mukhopadhyaya S/o. Late Niranjan Mukherjee R/o. 190, Banku Behari Chatterjee Road, Flat-4A, 4th Floor, P.O. + P.S. – Kasba, Kolkata-700042 shall henceforth be known as Gopal Mukherjee. I declare that Ashadulla Mondal and Ashadul Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld.1st Class Magistrate at Kolkata on 20-06-2024.

Name Change

I, Sekh Rayaj Kaji S/o. Sekh Taher Kaji R/o. Vill-Dakshin Badhia, P.O.-Mirgoda, P.S.-Ramnagar, Dist.-East Medinipur, Pin-721446 shall henceforth be known as Sekh Reyaj Kaji. I declare that Sekh Reyaj Kaji and Sekh Rayaj Kaji is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-06-2024.

Name Change

I, Husn Bano Qaumruzzaman (Old Name) D/o Qamruzzaman W/O Md Salam Alam Residing at 12/4 Tiljala Shibtala Lane, VTC+P.O.- Tiljala, Sub Dist- Tiljala, Dist-24 Parganas W/B Pin-700039 India shall henceforth be known as Husn Bano (New Name) as declared before the Ld Judicial Magistrate 1st Class At Sealdah, Kolkata vide affidavit Dated 21-06-2024. Husn Bano Qaumruzzaman (Old Name) and Husn Bano (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Yusuf Hakimuddin Mulla (Old Name) S/o Hakimuddin Mulla Residing at 93/94/A/1 Ashu Bose Lane, Howrah, W.B.- 711011, India shall henceforth be known as Yusuf Mulla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-06-2024. Yusuf Hakimuddin Mulla (Old Name) and Yusuf Mulla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Zulekha Yusuf Mulla (Old Name) W/o Yusuf Mulla Residing at 93/94/A/1 Ashu Bose Lane, Howrah, W.B.- 711011, India shall henceforth be known as Zulekha Mulla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-06-2024. Zulekha Yusuf Mulla (Old Name) and Zulekha Mulla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I ANJAN DATTA, S/O KARTICK CHANDRA DATTA, R/O 235, N.S. ROAD, NARENDRAPUR, PO MARENDRAPUR, PS SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJAN DATTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARUIPUR ON 27/06/2024, THAT ANJAN DATTA AND ANJAN DATTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBHRA DATTA, W/O ANJAN DATTA, R/O 235, N.S. ROAD, NARENDRAPUR, PO MARENDRAPUR, PS SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHRA DATTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARUIPUR ON 27/06/2024, THAT SUBHRA DATTA AND SUBHRA DATTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BASANTI SAHA, W/O ANIRBAN SAHA, R/O MALANCH PARA, NOAPARA,BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BASANTI SAHA MAJUMDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024,THAT BASANTI SAHA AND BASANTI SAHA MAJUMDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD TASHIM ANSARI, S/O MD KALIM, R/O 11/1, SHEKH PARA LANE,HOWRAH, PS-CHATTERJEEHAT, HOWRAH, 711104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD TASHIM ANSARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024,THAT MD TASHIM ANSARI AND MD TASHIM ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, FATEMA BIBI, R/O NEW PACHUR MOLLA PARA, SANTOSHPUR, PS-RABINDRA NAGAR,SOUTH 24 PARGANAS, 700066, WEST BENGAL, DO HEREBY INFORMED THAT MY MINOR SON MAHINUDDIN SEKH SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAHINUDDIN SEKH SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAHINUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024,THAT MAHINUDDIN SEKH AND SK MAHINUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SK MIRAJUL HAQUE, S/O SK TAHIDUL HAQUE, R/O VILL-BAGAGARIA, PO-CHAKLACHIPUR, PS-GHATAL, WEST MEDINIPUR-721232, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MIRAJUL HOQUE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024,THAT SK MIRAJUL HAQUE AND SK MIRAJUL HOQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SK TAHIDUL HOQUE, S/O SK MONIRUDDIN, R/O VILL-BAGAGARIA, PO-CHAKLACHIPUR, PS-GHATAL, WEST MEDINIPUR-721232, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK TAHIDUL HAQUE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024,THAT SK TAHIDUL HOQUE AND SK TAHIDUL HAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

৭৫ বছরের দুর্গোৎসবের আয়োজন শঙ্ক্ের আওয়াজে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে টাকাগাছ



দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ জুন : মহিলারা কি না করতে পারে। এক হাতে যেমন সংসাররের হাল ধরেন, তেমনই বার অন্য হাতে পরিবারের নানান ঝামেলা সামলান। সেই মহিলারাই আজ দল বেঁধে পাড়ার পূজের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেয়। পাড়ার মহিলাদের নিয়ে ‘দুর্গাবাহিনী’ তৈরি করে ৭৫তম বর্ষ দুর্গোৎসবের আয়োজন করছে কোচবিহারের টাকাগাছ ক্লাব। মহিলাদের সেই বাহিনী প্রতিদিন সংসার সামলানোর পর ৬-৪ ঘণ্টা করে সময় দিচ্ছে পাড়ার পূজায়। চাঁদ তোলা থেকে শুরু করে পূজায় বামনা, সবোভেই হাত লাগাচ্ছেন তারা। তাদের খুঁটিপূজোতেও সক্রিয় ভূমিকা নেন পাড়ার দুর্গারা। কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছ ক্লাবের এবারের ৭৫তম দুর্গোৎসব। আয়োজকরা জানিয়েছেন, তাঁদের এবার ৪৫ লক্ষ টাকা বাজেট রয়েছে। থাখিলাস্তের বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে পূজো মণ্ডপ তৈরির কাজ এদিন শুরু হয়েছে। চন্দননগরের আলোকসজ্জার ব্যবস্থাও থাকবে। পূজোকে এখন কেন্দ্র করে গোটা বছর ধরেই সামাজিক নানা কাজকর্ম করা হচ্ছে বলে পূজো কমিটির সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন। এদিনের খুঁটি পূজোয় ঢাকের তালে, শঙ্কের আওয়াজে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে টাকাগাছ।

চা বাগান থেকে কিশোরীর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য মেখলিগঞ্জে



দূরন্ত বার্তা, উছলপুকুরি, ৩০ জুন : ১৭ বছরের এক কিশোরীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হল চা বাগান থেকে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মেখলিগঞ্জ রুকের উছলপুকুরি এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার নিজের বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বে এক চা বাগানের ভেতনে ওই কিশোরীর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। দেহ অনেকাংশ পুড়ে যাওয়ায় প্রথমে কেউ চিনতে পারেননি। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় জামালদহ ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, মৃত কিশোরীর বাড়ি উছলপুকুরি গ্রামে। বাবা প্রান্তিক কৃষক। মৃতার এক আত্মীয় জানান, এদিন দুপুর ১টা থেকে কিশোরীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। জামালদহ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মনীভূষণ সরকার জানান, অগ্নিদগ্ধ কিশোরীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

জাল লটারি বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

দূরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ,৩০ জুন : জাল লটারি বিক্রির অভিযোগে দু’জনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। ধৃতদের বিমুনাথ দেবশর্মা ও বাবুল দেবশর্মা। এরাম্যে একজনের বাড়ি ইটাহারে। অপরজন রায়গঞ্জের বাসিন্দা। সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে জাল লটারি বিক্রি করছিল ওই দু’জন। সেই খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে অভিযানে নামে সিআইডি। জাল লটারি সহ দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হয়। যদিও তাদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন বিচারক।

মের্টোপলিটান ক্রসিং এর কাছে পোর্টাল বিম নির্মাণের জন্য ট্রাফিক রুকের অনুমতি গৃহীত হয়েছে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ য়ুন : দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ ডেপুটি সব মের্টো যাত্রীদের জন্য সুখবর! কমিশনার অফ পুলিশ, ট্রাফিক



রাজরাহাট মের্টো প্রকল্পের মাধ্যমে কবি সুভাষের পিয়ার নম্বর ২৮৮ এবং পিয়ার নম্বর ২৮৯-র পোর্টাল বিম নির্মাণের জন্য ই.এম.বাইপাসের (কলকাতার অন্যতম ব্যস্ততম ক্রসিংগুলির মধ্যে একটি) মের্টোপলিটন ক্রসিংয়ের কাছে ট্রাফিক রুকের অনুমতি ১৩.০৬-৮৫

বিভাগ, কলকাতা থেকে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড। এই অনুমতি দেওয়ার আগে, একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ০৭.০৬.২০২৪ থেকে ১১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত এই ক্রসিংয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। সমস্ত

দু’বছর বাদে জল্লেশ মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করতে পারার খবরে খুশি পুণ্যার্থীরা

দূরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৩০ জুন : দু’বছর গর্ভগৃহে ঢোকা বন্ধ ছিল। আবার জল্লেশ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের বাত্মহুতি পাওয়া গেল বলে খবর। এবার থেকে শিবলিঙ্গে পুণ্যার্থীরা জল ঢালাতে পারবেন বলে শোনা গিয়েছে। আদালতের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত গত দুই বছর শ্রাবণীমেলায় সময় জল্লেশ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে ভক্তরা পূজো দিতে পারেননি। জল্লেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক জানেন, ‘হাইকোর্টের

স্বয়ংক্রিয়ভাবে গেট বন্ধ হয়ে যাবে।’ ২০২২ সালের শ্রাবণীমেলায় সময় অত্যধিক ভিড়ের চাপে জল্লেশ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে এক পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেসময় তিনি আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। তখন পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আদালত জল্লেশ মন্দিরের ভেতর প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বাকলে মন্দিরের বাইরে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল ঢালার ব্যবস্থা হয়। ২০২৩ সালেও একইভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। পরে জল্লেশ মন্দির কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে



শতবর্ষ পার করা জয়ন্তী ব্রিজের চারটি পিলার আজও ব্রিটিশ ভারতের সাক্ষ্যবহন করে চলেছে

দূরন্ত বার্তা, জয়ন্তী, ৩০ জুন : শতবর্ষ পার করা এই ব্রিজের চারটি পিলার আজও ব্রিটিশ ভারতের সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। ব্রিটিশ ভারতে জয়ন্তীর শেষ সাক্ষী হিসাবে রয়েছে জয়ন্তী ব্রিজের চারটি পিলার। সেই পিলারই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চাইছে এমনটা পর্যটকদের মনে হয়। বহু পর্যটক এখানে আসেন এই পিলার দেখতে। সেই সঙ্গে প্রতি বছর একটু একটু করে পাথর চাপা পড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বলা যেতে পারে প্রায় নিশ্চিহ্নের পথে এগিয়ে চলেছে জয়ন্তী ব্রিজের শেষ স্মৃতিচিহ্ন গুলো। ১৯৯৩ সালের ভয়াবহ বন্যায় প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় জয়ন্তী ব্রিজ। তারপর থেকে শুধুই দু’হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে এই চারটি পিলার। সংরক্ষনের অভাবে এই পিলারও আজ ধ্বংসের মুখে। পরিবেশ আদালতে জয়ন্তী নদী নিয়ে মামলা থাকায় কাজ যাচ্ছে না নদীর ড্রেনেজ। ফলে একা নদীর দু’পাশের তুলনায় নদীবক্ষ অনেকটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে। আর নদীর বালি পাথরে চাপা পড়তে পড়তে জয়ন্তী ব্রিজের ওই চারটি পিলার ইতিহাস হয়ে চলেছে বলে ধরা হচ্ছে। ইতিহাসপ্রেমীরা মনে করছেন, এবার বড় ধরনের হতুপা নামলেই উড়ে যেতে পারে জয়ন্তী পিলার চারটি পিলারা। এক ইতিহাসপ্রেমী জানান, ‘ব্রিটিশ স্থাপত্যের অনেক কিছুই

জয়ন্তী ব্রিজটিও আমরা রাখতে পারলাম না।’ জয়ন্তীর বাসিন্দাদের কথায়, নদীর বালি পাথরে চাপা পড়তে পড়তে জয়ন্তী ব্রিজের পিলার চারটিও একেবারে ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছে। সাধারণত পাহাড়ি নদী জয়ন্তীতে সারা বছর জল থাকে না। বৃষ্টি হলে জল নেমে আসে। তবে তা খুব বেশি সময় স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভরা বর্ষায় নদী পারাপার সম্ভব ছিল না। তাই ব্রিটিশ আমলে পারাপারের জন্য নদীর ওপর রোপওয়ে বানানো হয়েছিল। এই রোপওয়ের মাধ্যমেই সে সময় মানুষ চলাচল করতেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে জয়ন্তী নদীর উপর সেতু তৈরির কাজও শুরু করে দেয় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। মাত্র এক বছরের মধ্যেই

ওই সেতু তৈরির কাজ শেষ করে তারা। ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণের জন্য ওই সেতু খুলে দেওয়া হয়। সেতুটির মুখ্য স্থাপতি



ছিলেন অসওয়াল্ড সার্জেণ্ট স্মিথ নামে এক ইঞ্জিনিয়ার। স্থায়ী সেতু তৈরির পর বাল্লাতে থাকে জয়ন্তী। এখানকার খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে একটা বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয় জয়ন্তী। ইতিহাসপ্রেমীদের জানাচ্ছেন, ১৯৯৩ সালে জয়ন্তীর বুকে নেমে আসে বড় বিপর্যয়। সেবার অক্টোবর বন্যায় গোটা জয়ন্তী সহ আলিপুরদুয়ারের সব ইতিহাস নষ্ট হয়ে যায়। বন্যার পর দেখা যায় জয়ন্তী ব্রিজ সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। সেই থেকে তার চারটি পিলারই শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এবার কি সরকারের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে, প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জল বাড়ছে চরতোর্ষায়, ডাইভারশনে গাড়ি আটকে, বিপাকে পড়ছে পড়ুয়ারা

দূরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ৩০ জুন : ফালাকাটার চরতোর্ষা ডাইভারশন নিয়ে পুনরায় দূশিস্তা বাড়ছে। দু’দিন ধরে ভেঙে থাকা ডাইভারশনের পাশে অস্থায়ীভাবে তৈরি এক লেনের রাস্তা দিয়ে চার চাকার ছোট গাড়ি যাতায়াত করছিল। গত শুক্রবার রাতের বৃষ্টিতে ওই বালির রাস্তায় খানাখন্দ তৈরি হয়। ওই রাস্তায় আটকে যায় যানবাহন। পরে

অর্থমুভার দিয়ে আটকে যাওয়া গাড়িকে সরানো হয়। এদিকে নদীর জলস্তরও বাড়েতে শুরু করেছে। তাই দর্শটার পর থেকে ফের ছোট গাড়ি চলাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, খানাখন্দে ভরা রাস্তায় যখন তখন দুর্ঘটনার শঙ্কা রয়েছে। তবে বিপজ্জনকভাবে সাইকেল, বাইক চলাচল করছে। আবার জল বেশি

বাড়লে ওই রাস্তা ভেঙে যখন তখন পারাপারও বন্ধ হয়ে যেতে পারে



বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। গত ১৬ জুন জলের তোড়ে চরতোর্ষা ডাইভারশন ভেঙে যাওয়ায় সড়কপথে ফালাকাটার সঙ্গে আলিপুরদুয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখনও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়নি। বড় যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি সোনাপুর, পুণ্ডিবাড়ি, ঘোকসাদাঙ্গ

এখন কলেজে পরীক্ষা চলছে। ভেঙে থাকা মূল ডাইভারশন শক্তপোক্তভাবে তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখনও সেই কাজ শুরু হয়নি। সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু হবে। তার পরে যাতায়াত স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোচবিহারে জাল আধার-প্যান সহ গ্রেপ্তার বাংলাদেশি



দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ জুন : কোচবিহার শহর থেকে আবার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও ভারতীয় জাল কাগজপত্র সহ গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি নাগরিক। তাকে গ্রেপ্তার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (ওয়েস্ট বেঙ্গল)। কয়েক মাস আগেই ইরানের চারজন

হয়েছিল। যাদের কাছে জাল ভারতীয় আধার কার্ড পাওয়া যায়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার কোচবিহার শহর থেকে শরিফ মণ্ডল আলি (৬৪) নামে একজন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (ওয়েস্ট বেঙ্গল)। তার সঙ্গে কোনও জঙ্ঘিযোগ রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (ওয়েস্ট বেঙ্গল) অপারেশন বিভাগের এসপি ইন্ড্রজিৎ পাল বলেছেন, ‘ধৃত কয়েক মাস ধরেই কোচবিহারে ছিল। ধৃতের কাছে কীভাবে ভারতীয় জাল কাগজপত্র এল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স সূত্রেই জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে ভারতীয় স্কুলের শংসাপত্রও পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে উদ্ভবপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি হয়ে সে কোচবিহারে এসেছিল। তবে কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এখানে যে তার অবৈধ কোনও কাজকর্মের পরিকল্পনা ছিল, তা তদন্তকারীদের কাছে স্পষ্ট। বারবার কোচবিহারে অনুপ্রবেশের ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা। কোচবিহার জেলা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় থাকা স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই জেলার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এখানে চোরাপথে বিদেশিদের ঢুকে পড়া, এমনকি এখানে এসে জাল ভারতীয় আধার কার্ড, পান কার্ড, প্যানকার্ডের শংসাপত্র তৈরি করে ফেলার ঘটনায় তদন্তকারীদের কপালেও বিদ্যার ভাজ দেখা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্তরের বড় কোনও সংগঠন এর পেছনে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে পুলিশ তদন্ত করে দেখার চেষ্টা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে কি করে এই ভাবে ভারতে প্রবেশ করছে তারা।



ভিত্তার দোমহাতি বে হলদুদ সর্তকতা, মেখলিগঞ্জ লাল এবং এনএইচ ৩১ জলচাকা নদীতে হলদু। রবিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন। জলপাইগুড়ি গজল থেকে সুরকাল উটায় জল ছাড়ার পরিমাণ ২৬৮৮.৬৩ কিউমেক।

জরিমানা এড়াতে কোচবিহার শহরে গাড়ির নম্বরে ব্ল্যাক টেপ

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ জুন : কয়েকদিন ধরেই কোচবিহারের রাস্তাঘাটে কিছু মোটরবাইকের নম্বর প্লেটে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে নম্বরের নং কোনও একটি সংখ্যা ঢেকে রাখার অভিযোগ উঠছে। সাগরদিঘি চত্বর হোক কিংবা সুনীতি রোড, সেখানেই যাবেন দেখতে পারেন এই দৃশ্য। কমবয়সিদের

দ্রুতগতিতে মোটরবাইক নিয়ে চলাচল করার প্রবণতা সেখানে বেশি সেখানেই এই ধরনের দৃশ্য নজরে পড়ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু নম্বর প্লেটে ব্ল্যাক টেপ লাগানোর কারণটা কি তার খোঁজ নিতেই জানতে পারা গিয়েছে আসল কারণ। হেলমেট না পরলে কিংবা কাগজপত্র ঠিক না থাকলে, এখন রাস্তায় সেই মোটরবাইক আটকে জরিমানা করার প্রবণতা কমে গিয়েছে। প্রযুক্তির সাহায্যে এখন কোচবিহারের ট্রাফিক পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলন্ত মোটরবাইকের নম্বর প্লেট স্ক্যান করে নথিভুক্ত থাকা নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে জরিমানার চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেই জরিমানার হাত থেকে বাঁচতেই নম্বর প্লেট ঢেকে রাখছে কেউ কেউ। যা দেখে পুলিশ অবকা। অবশ্য তাদের জেদেও দেওয়া হচ্ছে না। চিহ্নিত করে জরিমানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, ‘জরিমানা এড়ানোর জন্য নম্বর প্লেটে ব্ল্যাক টেপ লাগিয়ে রাখার দৃশ্য নজরে পড়েছে। তাদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’ জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি সাগরদিঘি চত্বরে। সেখানে কয়েকজন ট্রাফিক



পুলিশ মোতায়েন ছিলেন। রাস্তা দিয়ে যে মোটরবাইক যাচ্ছিল সেগুলির নম্বর প্লেট স্ক্যান করছিলেন তারা। যেসব মোটরবাইকের কাগজপত্রে অসংগতি রয়েছে কিংবা চালক হেলমেট পরেননি তাদের ফোন নম্বরে জরিমানার এসএমএস পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হটাৎ করেই এক কিশোর মোটরবাইক নিয়ে যাচ্ছিল। তার নম্বর প্লেট স্ক্যান করতে গিয়ে এক পুলিশকর্মী দেখলেন তা হচ্ছে না। ভালো করে নজর করতেই দেখা গেল তার নম্বরের একটি সংখ্যা ব্ল্যাক টেপ দিয়ে ঢাকা রয়েছে। পুরো নম্বর স্ক্যান না হওয়াতে অনলাইনের মাধ্যমে জরিমানাও করা যাচ্ছে না। ওই পুলিশকর্মী তখন দূরে থাকা কয়েকজন ট্রাফিক পুলিশকে মোটরবাইকচালককে থামাতে বললেন। তারা মোটরবাইক থামানোর পর চালককে জরিমানা করা হয়। সেইসঙ্গে খুলে ফেলা হয় ব্ল্যাক টেপ। অনলাইনের মাধ্যমে জরিমানা এড়াতেই যে সে এই

কাণ্ড ঘটিয়েছিল ওই কিশোর তাও স্বীকার করে নিয়েছে। এর পরের ঘটনাটি সুনীতি রোডে। একটি বহুজাতিক বিপণন সংস্থার পাশে রাস্তার উপরেই বেশ কিছু মোটরবাইক রাখা ছিল। ‘নো পার্কিং জোন’এ মোটরবাইক রাখায় নম্বর প্লেট স্ক্যান করে অনলাইনের মাধ্যমে জরিমানা করছিলেন ট্রাফিক পুলিশ। দেখা যায় একটি মোটরবাইকের নম্বরের একটি অংশ সেই একই উপায়ে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে ঢাকা। এরপর কিছুক্ষণের চেষ্টায় বাইক মালিককে খুঁজে আনা হয়। তাকেও জরিমানা করা হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের এক অধিকারিক জানিয়েছেন, জরিমানা করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকে যাতে নিয়ম মেনে যানবাহন চালায় সেজন্য পথসুরক্ষায় এি ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যারা অবৈধভাবে নম্বর প্লেট ঢেকে রাখছে তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হেরিটেজ তালিকা থেকে ব্যাংচাতরা রোডের ধারে নিউ সিনেমা হল

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ জুন: কোচবিহারের হেরিটেজ তালিকা থেকে ব্যাংচাতরা রোডের ধারে নিউ সিনেমা হল সব আরও দুটি যেমন ভবানী সিনেমা হল সংলগ্ন কেশব রোডের ধারে আনন্দ ভবন ও রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন ম্যাগাজিন রোডের ধারে মিলিটারি মসজিদকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত নিল হেরিটেজ কমিটি। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা রাজ্য হেরিটেজ কমিটির কাছে পাঠানো হবে। কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলো হেরিটেজ কমিটির বৈঠকে

এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারকে হেরিটেজের তালিকায় আনারও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এদিনের বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সেটিও রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে পাঠানো হবে বলে শোনা গিয়েছে। ওই বৈঠকে জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব সুমিতা বর্মন, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, অতিরিক্ত জেলা শাসক শাস্তু বোলা, সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের



বৈঠকে কোচবিহার শহরে হেরিটেজের যে সমস্ত ভবন ও স্থাপত্যগুলি বেহাল অবস্থায় রয়েছে সেগুলির সংস্কার করা, শহরের বাইরে দেবর্ঘ ট্রাস্ট বোর্ডের যে সমস্ত মন্দির রয়েছে সেগুলিকে হেরিটেজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব, শহরের জলাশয়গুলিকে সংস্কার করা সহ রাজবাড়ি, সাগরদিঘির পাড়ে জল জমা, রাজবাড়ির মিউজিয়ামের বেহাল অবস্থা, শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট সংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিউ সিনেমা হল, আনন্দ ভবন, মিলিটারি মসজিদ হেরিটেজের

তালিকা থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে হেরিটেজ কমিটি প্যান্ডিনা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘এগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি। এরা আবেদন করেছিল হেরিটেজের তালিকা থেকে তাদের বাদ দেবার জন্য। পরে হিয়ারিং হয়েছে, কাগজপত্র সব দেখা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, নিউ সিনেমা হলটি ১৯৫৬ সালে তৈরি হয়েছে। মিলিটারি মসজিদটি ২০১৩ সালের কাগজপত্র। সবকিছু দেখেই কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে পাঠানো হবে।’

ভারত-ভুটান সীমান্তে বাজেয়াপ্ত ভুটানের মদ, বিয়ার

দূরন্ত বার্তা, কুমারগঞ্জ, ৩০ জুন : কুমারগ্রাম রুকের ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী কুমারগ্রাম বনবস্তি এলাকায় যৌথ অভিযানে অবৈধ ভুটানের মদ ও বিয়ার বাজেয়াপ্ত করল আবগারি বিভাগ ও এসএসবি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দু’টি সাইকেল। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ওই যৌথ অভিযান চালায় এসএসবির কালীখোলা বিওপি এবং

আবগারি বিভাগের কুমারগ্রাম সার্কেল। অভিযানের সময় এসএসবি



ও আবগারি কর্মীদের দেখে সাইকেল এবং অবৈধ মদ ও বিয়ার ফেলে

ভারতীয় রেলওয়ে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নে দ্রুত গতিতে কাজ করছে

গোরখপুর, ৩০ জুন : ভারতীয় রেলওয়ে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং নতুন ভারতের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নে দ্রুত গতিতে কাজ করছে। একই ধারাবাহিকতায়, যাতায়াতকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে এবং অপারেশনাল সহজে, গোড়া কাছারিকর্থাহিলগঞ্জ সেকশনের কাছারিকর্ণাহিলগঞ্জ সেকশনের কাজ (২৬.৬৫ কিমি) গোন্ডাবুড়োয়াল সেকশনের (৬১.৭২ কিমি) তৃতীয় রেল লাইন নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ চলছে।) উত্তর পূর্ব রেলের। ০৪ জুলাই, ২০২৪-এ, রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার এই তৃতীয় রেললাইনটি পরিদর্শন করবেন এবং গতি পরীক্ষা করা হবে। গোন্ডা কাছারিকারনেলগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে মোট ০৪টি বড় এবং ২৪টি ছোট সেতু এবং ০২টি R.U.B. তৈরি করা হয়েছে। এর মোট ০৫টি স্টেশন রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গোন্ডা কাছারি, কাটোলা, মাইজপুর, কস্তুরী



ক্রসিং এবং কাটোলা ও কস্তুরী হল্ট স্টেশন, যার জন্য আলাদা নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ প্রকল্পটি উত্তরপ্রদেশের মধ্যে তৃতীয় রেললাইন চালু হলে এবং লাইনের ক্ষমতার উন্নতি হলে এই সেকশনে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আরও ট্রেন চলাচল করতে পারবে। গোন্ডা থেকে বুড়গ্যাল পর্যন্ত তৃতীয় লাইন নির্মাণের ফলে ভ্রমণের

সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে এবং এ অঞ্চল দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। বিদ্যুতায়নের পাশাপাশি এই তৃতীয় রেললাইন নির্মাণ পরিবেশ সুরক্ষাকে উৎসাহিত করবে। গোন্ডাবুড়োয়াল সেকশনে তৃতীয় রেললাইন নির্মাণে ব্যয় হবে ৭১৪.৬৪ কোটি টাকা। তৃতীয় এই রেললাইনের কাজ চার ধাপে শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্নেলগঞ্জঘাঘরা ঘাট (২১.৭৭ কিমি), তৃতীয় ধাপে ঘাঘরা ঘাটবুড়োয়াল (১১.৭৭ কিমি) এবং গোন্ডা জংগোন্ডা কাছারি (৪.৮৮ কিমি) কাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।) চতুর্থ পর্বে। তৃতীয় লাইন নির্মাণ প্রকল্পটি উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা, বাহারাইচ এবং বারাবাকি জেলায় অবস্থিত। এই প্রকল্পের আওতায় সরষু নদীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ ০১টি রেলসেতুসহ ১০টি বড় ও ৩৬টি ছোট সেতুর কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

যাবার বেলায়....!

বার্বাডোজের ঘাস খেলেন
চ্যাম্পিয়ন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা



বার্বাডোজ, ৩০ জুনঃ দ্য গোট ইটিং বার্বাডোজ গ্রাস আফটার দ্য উইন... সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ক্যাপশন সহ রোহিত শর্মার এক ছবি ভাইরাল। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, গ্রেটেস্ট অব অল টাইম এই ম্যাচের পর বার্বাডোজের ঘাস খাচ্ছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে রোহিত শর্মার ঘুরল মাথা! তাই কি তিনি বার্বাডোজের ঘাস খেলেছেন? একেবারেই নয়। হিটম্যানের মাথা মোটেও ঘোরেনি। যে ২২ গজের জন্য এত কিছু, তাকে সম্মান জানাতে ব্রিজটাউনের ঘাস তুলে খেলেন রোহিত শর্মা। ভারতের বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেন আসলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মুহূর্ত আরও স্মরণীয় করে রাখতে চান। তাই ঘাস তুলে খেয়েছেন। আইসিসির ইন্সটগ্রামে রোহিত শর্মার ঘাস খাওয়ার ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে। আসলে প্রতি পিচেই বাঁধন ধরে রাখার জন্য একটু ঘাস রাখতে হয়। তা সবুজ সব সময় হয়, তেমনটা নয়। অনেক সময় সেই ঘাস বাদামি রংয়ের হয়ে যায়। সেই ঘাসই খুঁটে খুঁটে কয়েকবার খেয়েছেন রোহিত শর্মা। ভারতীয় কিংবদন্তি সচিন তেণ্ডুলকার যখন শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, সেই

সময় ২২ গজ গিয়ে প্রদান করেছিলেন। রোহিত দেশের জার্সিতে শেষ টি-২০ ম্যাচ খেললেন। বিশ্বজয় দিয়ে তা স্মরণীয় করে রাখলেন। আর ২২ গজকে সম্মানও জানালেন। টেনিস সুপারস্টার নোভাক জকোভিচ যতবার উইম্বলডন জিতেছেন, ঘাস খেয়ে সেলিব্রেশন করেছেন। রোহিত ভারতের প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী টিমের সদস্য ছিলেন। আর এ বার ভারতের দ্বিতীয় টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের ক্যাপ্টেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন রোহিত। নেটুনিয়ায় ভাইরাল রোহিত শর্মার আর এক ভিডিও। যেখানে দেখা যায় তিনি বিশ্বকাপ ট্রফি নিতে যাওয়ার সময় লিওনেল মেসির মতো সেলিব্রেশন করেন। আসলে আর্জেন্টিনা কাতার বিশ্বকাপ জেতার পর লিওনেল মেসি ট্রফি নিতে যাওয়ার সময় নাচের মতো দুলতে দুলতে গিয়েছিলেন। কেকেআর এ বার আইপিএল জেতার পর শ্রেয়াস আইয়ারও ঠিক একইরকম সেলিব্রেশন করেছিলেন। মেসির ওই কাতারে বিশ্ব জয়ের স্পেশাল সেলিব্রেশন বার বার ফিরে আসে অন্য ভাবে।

দ্রাবিড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী
বিরাট-রোহিতকে ফোন
করে কী বললেন মোদি?



নয়াদিল্লি, ৩০ জুনঃ ১৭ বছর পর টি-২০ বিশ্বকাপ এসেছে ঘরে। রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়েছে ভারত। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা দেশ। রাত থেকেই চলছে বিজয় উৎসব। শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। এবার ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালের দিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তীরে এসে তরী ডুবেছিল

সেনি। প্রধানমন্ত্রী ম্যাচ শেষে ড্রেসিং রুমে ঢুকে মনোবল জুগিয়েছিলেন খেলোয়াড়দের। জড়িয়ে ধরেছিলেন কল্যাণ ভেঙে পড়া মহম্মদ সামিকে। তবে আজ সুখের দিন। এবার বিশ্বকাপ ছিনিয়ে এনেছে ভারতীয় দল। প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানাবেন না, তা হয়! এ দিন প্রধানমন্ত্রী মোদি একে একে ফোন করেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পাণ্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরা এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে। সকলকেই জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান।

রাহুল দ্রাবিড়কে ফোন করে অভিনন্দন জানান। তাঁর তত্ত্বাবধানেই ভারতীয় টিমের ১৩ বছরের খরা কেটেছে। ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও অভিনন্দন জানান তাঁর অসাধারণ অধিনায়কত্বের জন্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “রোহিত শর্মার অধিনায়কত্ব ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।” দুর্দান্ত ইনিংস এবং ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য বিরাট কোহলির প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, “কোহলি ভারতীয়

ব্যাটিংকে দুর্দান্তভাবে পরিচালনা করেছেন। টি২০ ক্রিকেট তোমায় মিস করবে কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তুমি নতুন গুজমের খেলোয়াড়দেরও অনুপ্রাণিত করবে।” একইসঙ্গে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে শেষ ওভারে অসাধারণ পারফরম্যান্স ও সূর্যকুমার যাদবের ম্যাচ জেতানো ক্যারের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ফোন করে অভিনন্দন জানান দুজনকে। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও রাহুল দ্রাবিড় ও রোহিত শর্মাকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মার্তিনেজের জোড়া গোলে গ্রুপ সেরা
হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা

ফ্লোরিডা, ৩০ জুনঃ কোপা আমেরিকায় পেরুর বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে লিওনেল মেসির এবং ডাগঅউটে কোচ লিওনেল স্কালেনির না থাকার কথা আগেই জানা গিয়েছিল। মেসি চোটের কারণে এবং স্কালেনি ছিলেন না নিষেধাজ্ঞায় পড়ে। কিন্তু নিয়মিত অধিনায়ক ও কোচকে ছাড়া সহজ জয়ই পেয়েছে আর্জেন্টিনা। মিসিবহীন এ ম্যাচে আবারও স্বলে উঠেছেন দারুণ ছন্দে থাকা লাওতারো মার্তিনেজ। তাঁর জোড়া গোলে গ্রুপ 'এ'র শেষ ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। এই জয়ে ৬ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। দিনের অন্য ম্যাচে চিলিকে রুখে দিয়ে এই গ্রুপ থেকে আর্জেন্টিনার সঙ্গী হয়েছে কানাডা। গোলশূন্য ড্র হয়েছে ম্যাচটি। ফ্লোরিডার হার্ড শক স্টেডিয়ামে একাদশে একধিক পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামলেও আর্জেন্টিনার লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। শুরু থেকেই আক্রমণকে পাখির চোখ করে তারা। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই আক্রমণে গিয়ে পেরুর রক্ষণের পরীক্ষা নেন আলেক্সান্দ্রে গারনাসিয়া।

কোপা আমেরিকা



আদায়ের। কিন্তু জমাট রক্ষণের পাশাপাশি শরীরনির্ভর ফুটবল খেলে আর্জেন্টাইন আক্রমণভাগকে বেশ ভালোভাবেই আটকে রাখতে পেরেছিল পেরু। ফলে আক্রমণ ও বল দখলে এগিয়ে থেকেও শুকতে তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। এর মধ্যেই ম্যাচের ২৬ মিনিটে এগিয়ে যেতে

পারত আর্জেন্টিনা। তবে ক্রি-কিক থেকে লিয়ান্দ্রো প্যারাদেসের নেওয়া শট দারুণ দক্ষতায় ঠিকিয়ে দিয়ে পেরুকে রক্ষা করেন

এক আক্রমণ থেকে জিওভানি লো সেলসোর নেওয়া শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ঠিকিয়ে নেন পেরু গোলরক্ষক গ্যাসিয়া। বিরতির পর মাঠে নেমে শুরুতেই অবশ্য আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন মার্তিনেজ। দলীয় সময়ের এক আক্রমণ থেকে দি মারিয়্যার পাসে গোলাট করেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার। ৫৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোলাটও প্রায় পেয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু কর্নার থেকে বল পেয়ে নিকোলাস তালিয়াফিকেরের করা গোলাট বাতিল হয় ফাউলের কারণে। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে বজ্রের ভেতর হ্যান্ডবল করে আর্জেন্টিনাকে পেনাল্টি উপহার দেয় পেরু। কিন্তু পেনাল্টি থেকে ব্যবধান ২-০ করতে ব্যর্থ হন প্যারাদেস। গোলরক্ষক তুল দিকে বাঁপ দিলেও প্যারাদেসের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ৮৬ মিনিটে আর্জেন্টিনা অবশ্য ঠিকই দ্বিতীয় গোলাট পেয়ে যায়। নিজের ও দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলাট করেন মার্তিনেজ। এ নিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ৬ ম্যাচে ৭ গোল করলেন মার্তিনেজ। ম্যাচের বাকি সময়ে আর কোনো দল গোল না পেলে ২-০ ব্যবধানে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা।

ডেনমার্ককে হারিয়ে শেষ আটে জার্মানি

প্রকৃতির বাধায় খেলায় ছেদ পড়ল, বেশ কিছুক্ষণ বন্ধও থাকল। তবে জার্মানির পারফরম্যান্সে কোনো হ্রাসপতন হলো না। আক্রমণাত্মক ফুটবলে ম্যাচের অধিকাংশ সময় ডেনমার্কের ওপর হুড়ি ঘুরিয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ইউরোপিয়ান নাগেলসমানের দল।

ডটমুন্ড, ৩০ জুনঃ ডটমুন্ডে শনিবার রাতে শেষ খেলার ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে আয়োজক দল। কাই হাভার্টজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জামাল মুসিয়াল। ৫৫ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৫টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্য রাখে জার্মানি। ডেনিশদের ১১ শটের দুইটি ছিল লক্ষ্য। তাদের আরও কিছু আক্রমণ জার্মানি রক্ষণে ভেঙে যায়। আর ঘর সামলানোর অসাধারণ অবদান রেখে ম্যাচ সেরা হন জার্মান ডিফেন্ডার অস্টেনিও রুডিগার দুই দিন আগে উরুর সমস্যায় যার খেলা নিয়েই ছিল অনিশ্চয়তা। ম্যাচের শুরুটা দুর্দান্ত হতে পারত জার্মানির। চতুর্থ মিনিটেই হেডে প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠান নিকো শ্লটারবেক। কিন্তু মুহূর্ত আগে ডেনমার্কের আন্দ্রেস ওলসের ফাউলের শিকার হওয়ায় মেলেনি গোল। পরের কয়েক মিনিটে ডেনিশদের ওপর আক্রমণের ঝড় বইয়ে যায়। ছয় থেকে দশ মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার তিনটি সুযোগ তৈরি করে জার্মানরা। জসুয়া কিমিখের বজ্রের বাইরে থেকে নেওয়া বুলেট গতির শট কোনোমতে একহাত দিয়ে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান গোলরক্ষক। ওই কর্নার থেকেও গোল পেতে পারত জার্মানি। শ্লটারবেকের আরেকটি হেডও কর্নারের বিনিময়ে ঠেকিয়ে দেন কাসপের স্মাইকেল। দুই মিনিট পর হাভার্টজের কোনোকুনি শট বাঁপিয়ে কোনোমতে ফেরান গোলরক্ষক। প্রথম ১৫ মিনিটে জার্মানদের একচেটিয়া আধিপত্যের

পর একটু একটু করে পাচটা আক্রমণ শুরু করে ডেনমার্ক। পরিষ্কার কোনো সুযোগ যদিও তারা তৈরি করতে পারছিল না, কিন্তু লড়াই জমে ওঠার আভাস



মেলে। ম্যাচের ছড়িতে যখন ৬৬ মিনিটের খেলা চলে, তখন প্রকৃতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রবল বৃষ্টি আর বজ্রপাতে খেলা থামিয়ে দিতে বাধ্য হন রেফারি। দুই দলের কোচ-খেলোয়াড় এবং ম্যাচ অফিসিয়ালরা মাঠ ছেড়ে যান। প্রায় ২৫ মিনিটের বিরতির পর, প্রকৃতি শান্ত হলে ফের মাঠে গড়ায় ফুটবল। বিরতিতে যেন

ইউরো কাপ

পরপর দুটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে তারা। তবে এ যাত্রায়ও কার্টেনি হেতাশ হাভার্টজের হেড গোলরক্ষক ফেরানোর পর শ্লটারবেকের প্রচেষ্টা একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিরতির

আগে নিজেদের সেরা সুযোগটি পায় ডেনমার্ক। কিন্তু বজ্রে ঢুকে গোলরক্ষককে একা পেয়েও একরাশ হতাশাই উপহার দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফরয়ার্ড গাসমুস হুয়লু। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা ডেনমার্কের জন্য কার্টে আরও খারাপ, বিশেষ করে ইওয়াখিম আদেঙ্গারের। ৪৮তম মিনিটে জটিলার মধ্যে থেকে জালে বল পাঠিয়েও গোল পাননি

তিনি। তিন মিনিট পর উল্টো তাদের বজ্রে ডিফেন্ডার আদেঙ্গারের হাতে বল লাগলে পেনাল্টি পায় জার্মানি। দারুণ স্পট কিকে ডেডবল ভাঙেন হাভার্টজ। নিচু শটে বল পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়। ৫৯তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি হাভার্টজ। মাঝমাঠে দারুণ এক ছোঁয়ায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এক ছুটে সবাইকে পেছনে ফেলে ডি-বজ্রে ঢুকে পড়েন তিনি, সামনে একমাত্র বাধা ছিলেন গোলরক্ষক কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন আর্সেনাল মিডফিল্ডার। সাত মিনিট পর আবারও ভীতি ছড়ান হুয়লু। কিন্তু হতাশা পেছনে ফেলতে পারেননি তিনি, এবার শট নেন গোলরক্ষক মানুষের নয়ার বরাবর। এরপরই দারুণ নৈপুণ্যে ব্যবধান বাড়ান মুসিয়াল, ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় জার্মানি। নিজেদের ডি-বজ্রের সামনে থেকে হাওয়ায় ভাসিয়ে লম্বা গুঁ বল বাড়ান শ্লটারবেক। সবাইকে পেছনে ফেলে, বলের পেছনে ছুটে প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, বজ্রে ঢুকে কোনোকুনি শটে বল চিবানায় পাঠান বার্নার্ড মিউনিখ ফরয়ার্ড। আসরে ২১ বছর বয়সী ফুটবলারের গোল হলো তিনটি। বাকি সময়ে বেশ কিছু ভালো আক্রমণ শাণায় ডেনমার্ক, ভীতিও ছড়ায় তারা। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু আর করতে পারেনি গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে জার্মানি খেলবে স্পেন-জর্জিয়া ম্যাচের বিজয়ীর বিপক্ষে।

প্যাকেজ
বুকিং-এ
বিশেষ ছাড়

বুকিং
চলছে

গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া
9875658238 / 8820071827 / 8334826975